বিশেষ সংখ্যা : জুবিলী উৎসব

প্রকাশনার ৮৫ বছর
সাপ্তাহিক
প্রতিবেশী
সংখ্যা : ০২ ❖ ১৯ - ২৫ জানুয়ারি, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ

জুবিলী বর্ষ - ২০২৫ : আশার তীর্থযাত্রী

অভিনন্দন

মন্সিনিওর ফাদার পিটার রেমা

অভিনন্দন

মন্সিনিওর ফাদার শিমন হাচ্চা

অভিনন্দন

লবদিনী চিসিম
Pro Ecclesia et Pontifice

মহাপ্রয়াণের ১৬তম বছর

মঞ্জু রোজমেরী গমেজ

জন্ম : ৩০ ডিসেম্বর, ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ২৮ জানুয়ারি, ২০০৯ খ্রিস্টাব্দ
উলুখোলা, মঠবাড়ী মিশন

ষোলটি বছর হলো সংসারের মোহমায়া ত্যাগ করে তুমি স্বর্গস্থ পিতার কোলে আশ্রয় নিয়েছ। এ সুন্দরতম পৃথিবীর ক্ষণস্থায়ী আনন্দ-বেদনা থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেলে স্বর্গের দিকে, যেখানে প্রতিটি মানুষের চিরস্থায়ী আবাসস্থল, প্রার্থনাস্থল। মনে হয় এইতো তুমি আছো আমাদের সবার অন্তর জুড়ে, হৃদয়মন্দিরে। তোমাকে ভুলতে চাইলেই কি ভোলা যায়? তুমি যে রেখে গেছো সুন্দর করে সাজিয়ে ঘরের আসবাবপত্র, থরে থরে রাখা কাপড়গুলো, রান্নাঘরের বাসন-কোসন তোমারই স্নেহমাখা সুখ-স্মৃতিই স্মরণ করিয়ে দেয়।

পরম পিতার কাছে আমাদের একান্ত আবেদন-'দাও প্রভু, দাও তাকে অনন্ত শান্তি'। আমাদেরও আশীর্বাদ করো আমরা যেন সবাই এ পৃথিবীতে পবিত্র জীবনযাপন করে তোমার পথে পরম রাজ্যে মিলিত হতে পারি।

তোমারই শোকার্ত প্রিয়জন,

স্বামী : জ্যোতি গমেজ
পুত্র ও পুত্রবধূ : মানিক-সারা
নাতিন : এভারলি গমেজ
জামাই ও মেয়ে : অসীম ও মুক্তা গমেজ, বিভাস ও হীরা গমেজ
জামাই ও ভাইজি : সুবাস ও নিতা গমেজ
নাতনী (মেয়ের পক্ষে) : জেনিফার, মাথিল্ডা
নাতি ও নাতনী (ভাইজির পক্ষে) : শুভ্র, সাইনী ও শুভন
বোন : সিস্টার মেরী আরতি এসএমআরএ

বিজ্ঞ/১৩/২০২৫

সুখবর ! সুখবর!! সুখবর!!!

প্রতিবেশী প্রকাশনীতে রয়েছে ভারত থেকে নিয়ে আসা ছোট-বড় মূর্তির এক বিশাল সমাহার।

* ফাইবারের তৈরী কুমারী মারীয়ার মূর্তি
* সাধু আন্তনীর মূর্তি
* যিশুর মূর্তি
* বিভিন্ন সাধু-সাধ্বীর মূর্তি।

এছাড়াও রয়েছে – ছোট-বড় ক্রুশ, মেডেল ও রোজারি মালা। স্টক শেষ হয়ে যাওয়ার আগে অতি সত্ত্বর যোগাযোগ করুন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য: অর্ডার সাপেক্ষে বিভিন্ন সাইজের মূর্তি সরবরাহ করা হয়।

-যোগাযোগের ঠিকানা -

খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র
৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষীবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৪৭১১৩৮৮৫

প্রতিবেশী প্রকাশনী (সাব-সেন্টার)
হলি রোজারি চার্চ
তেজগাঁও, ঢাকা

প্রতিবেশী প্রকাশনী (সাব-সেন্টার)
সিবিসিবি সেন্টার
২৪/সি আসাদ এভিনিউ, মোহম্মদপুর, ঢাকা

প্রতিবেশী প্রকাশনী (সাব-সেন্টার)
নাগরী পো: অ: সংলগ্ন
গাজীপুর।

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

সম্পাদক
ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু

সম্পাদকীয় বোর্ড
ফাদার কমল কোড়াইয়া
মারলিন ক্লারা বাড়ৈ
থিওফিল নিশারন নকরেক

সহযোগিতায়
সুনীল পেরেরা
সজল মেলকম বালা
বিশাল এভারিশ পেরেরা
জেভিয়ার রোজারিও

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা
ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু

প্রচ্ছদ ছবি
সংগৃহীত

সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন
মেরী তেরেজা বিশ্বাস
প্রান্ত গমেজ

বর্ণ বিন্যাস ও গ্রাফিক্স
দীপক সাংমা
পিতর হেম্ব্রম
সাম্য টলেন্টিনু

মুদ্রণ : জেরী প্রিন্টিং
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষীবাজার, ঢাকা - ১১০০
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫

চিঠিপত্র/বিজ্ঞাপন/গ্রাহক
চাঁদা/ লেখা পাঠাবার ঠিকানা
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষীবাজার, ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫
মোবাইল : ০১৭৯৮৫১৩০৪২
E-mail :
wklypratibeshi@gmail.com
Visit: www.weekly.pratibeshi.org

মূল্য : ১০ টাকা মাত্র

সম্পাদক কর্তৃক খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র ৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষীবাজার ঢাকা-১১০০ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

বর্ষ : ৮৫, সংখ্যা : ০২
১৯ জানুয়ারি - ২৫ জানুয়ারি, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ
০৫ মাঘ - ১১ মাঘ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ

সম্পাদকীয়

জুবিলী ও তীর্থ

বেশ কিছুদিন ধরেই বাংলাদেশের খ্রিস্টান সমাজে বেশ আলোচিত দু'টি শব্দ জুবিলী ও তীর্থ। জুবিলী এবং তীর্থ দুটি ভিন্ন প্রাসঙ্গিক শব্দ যা সাধারণত ধর্মীয়, ঐতিহাসিক বা সামাজিক প্রসঙ্গে ব্যবহৃত হয়। পবিত্র বাইবেলের লেবীয় পুস্তকের ২৫ অধ্যায়ে জুবিলী সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। যেখানে বলা হয়, ৭টি বিশ্রাম বর্ষের পরিসমাপ্তিতে পঞ্চমতম বর্ষটি হচ্ছে জুবিলী বর্ষ। জুবিলী বছর পবিত্র বছর, বিশ্রাম বছর, দায়মুক্তির সময়, প্রতিটি গোত্র ও গোষ্ঠীর স্থায়িত্ব এবং সংহতি রক্ষা করার সময়। এই সময়টি একটি অনুগ্রহের বর্ষকাল বা স্মারকবর্ষ হিসেবে পরিগণিত হয়। মণ্ডলীতে জুবিলী হলো অনুগ্রহের বছর। জুবিলী বছর কী তা ভাটিকান ব্যাখ্যা করে বলে, জুবিলী বর্ষ হলো 'পাপের ক্ষমার বছর, প্রতিপক্ষের সাথে পুনর্মিলনের বছর, মনপরিবর্তন ও পাপস্বীকার সংস্কার গ্রহণের সময় এবং সবার সাথে মিলন, আশা, ন্যায্যতা, এবং প্রতিবেশি ভাইবোনদের সাথে আনন্দ সহকারে ও শান্তিতে ঈশ্বরের সেবা করতে সংকল্পবদ্ধ হওয়ার বছর। সময়ের পরিক্রমায় খ্রিস্টমণ্ডলীতে ১০০ বছর, ৫০ বছর, ৩৩ বছর এবং ২৫ বছরের জুবিলী পালনের ঐতিহ্য দেখা যায়। ২৫ বছর পর পর যে জুবিলী তথা পুণ্যবর্ষ পালন করা হয় তা 'সাধারণ বা অর্ডিনারী' জুবিলী হিসেবে বিবেচিত হয়। তবে মণ্ডলীর কর্তৃপক্ষ বিশেষ বিবেচনায় অন্য সময়েও জুবিলী আহ্বান করতে পারেন, যা 'এক্সট্রা অর্ডিনারী' জুবিলী বলে গণ্য হয়। সময়ের ধারাবাহিকতায় ২০০০ খ্রিস্টাব্দে সর্বজনীনভাবে খ্রিস্ট জন্ম জয়ন্তী পালিত হয় এবং ২০২৫ খ্রিস্টাব্দে 'সাধারণ বা অর্ডিনারী' জুবিলী পালন করা হচ্ছে; যার প্রতিপাদ্য বিষয় নির্ধারণ করা হয়েছে: আশার তীর্থযাত্রী।

জুবিলী একজন খ্রিস্টভক্তের জীবনে নবায়িত হবার আশা জাগায়। আর সে নবায়িত হবার একটা উপলক্ষ তীর্থ করা। তীর্থ ধারণাটি স্থানের সাথে সম্পর্কিত যা ধর্মীয়, আধ্যাত্মিক বা পবিত্র হিসেবে বিবেচনা করা হয়। তীর্থ সাধারণত সেই স্থানগুলোকে নির্দেশ করে যেখানে ধর্মীয়, উপাসনা, পূজার্চনা বা আধ্যাত্মিক সাধনার জন্য যাত্রা করে। পৃথিবীর প্রধান প্রধান ধর্মগুলোতে তীর্থ করার প্রচলন ও প্রচেষ্টা বেশ দৃঢ়ভাবেই প্রতিষ্ঠিত। হিন্দুধর্মের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো গঙ্গা, কাশী, বৃন্দাবন, পুরী প্রভৃতি স্থানে তীর্থ করা। একইভাবে ইসলাম ধর্মে মক্কা-মদীনায় হজ পালন, বৌদ্ধধর্মে লুম্বিনী, বোধগয়ায় তীর্থভ্রমণ ও খ্রিস্টধর্মে জেরুজালেমে এবং রোমে তীর্থ করা। তাই পবিত্র জুবিলী বর্ষে যখন রোম বা ইউরোপের কোন প্রসিদ্ধ স্থানে তীর্থ করার সুযোগ আসে তখন সকলেই হুমড়ি খেয়ে পড়ে তীর্থ করতে। তবে যারা তীর্থ করতে চায় তাদের মনে রাখতে হবে তীর্থের কারণ হলো আধ্যাত্মিক উন্নতি, পাপমোচন, এতিহ্য সংরক্ষণ, সামাজিক সংযোগ বৃদ্ধিকরণ, ঈশ্বর ও ধর্মবোধের প্রতি বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা বাড়ানো। তীর্থযাত্রার আধ্যাত্মিকতা গভীরভাবে ধর্মীয় বিশ্বাস, আত্মশুদ্ধি, ঈশ্বরের সঙ্গে সংযাগ স্থাপন এবং মানসিক ও আত্মিক পূর্ণতার সাথে সম্পর্কিত। এটি শুধুমাত্র এক স্থান থেকে আরেকস্থান পরিদর্শনের কোনো যাত্রা নয়, কিন্তু এটি ব্যক্তির এক অভ্যন্তরীণ যাত্রা, যা ব্যক্তিকে তার সৃষ্টিকর্তার কাছাকাছি পৌছতে সহায়তা করে। তাই রোম বা জেরুজালেমে গিয়েই তীর্থ করতে হবে তা নয়। নিজ দেশে থেকেও আমরা জীবনের তীর্থ করতে পারি।

২০২৫ খ্রিস্টাব্দের জুবিলী উদ্‌যাপনে আশার তীর্থযাত্রার বড় একটি আশাপ্রদ দিক হলো অনেকেই তীর্থ করতে চাচ্ছেন। তবে তীর্থ কেন করে বেশিরভাগই তা না জেনেই তীর্থ করতে চান রোম নগরীতে বিভিন্ন মহামন্দিরগুলো পরিদর্শনসহ প্রার্থনা করে। তীর্থ করার চেয়ে অন্য উদ্দেশ্য-ই যে প্রধান তা বেশিরভাগই বুঝতে পারে। ফলে অনেকের পক্ষেই রোমে গিয়ে তীর্থ করা সম্ভব না ও হতে পারে। তবে বাংলাদেশের খ্রিস্টানদেরকে তীর্থ করার একটি সংস্কৃতি গড়ে তুলতে চেষ্টা করতে হবে। আর তা শুরু করতে হবে নিজ দেশ থেকেই। জুবিলী বর্ষে রোমে তীর্থ ইচ্ছুক অনেকেই হয়তো বিভিন্ন কারণে সেখানে যেতে পারবেন না; কিংবা বেশিরভাগেরই সামর্থ্য নেই সেখানে গিয়ে তীর্থ করার। কিন্তু তারা যে তীর্থের অনুগ্রহ বা জুবিলীর আনন্দ থেকে বঞ্চিত হবেন তা নয়। বিশ্বমণ্ডলী চায় সকলেই যেনো জুবিলীর চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে খ্রিস্টীয় জীবনকে নবায়িত করেন। তাই বিশ্বমণ্ডলী স্থানীয় মণ্ডলীকে আহ্বান করেছে স্থানীয় পর্যায়ে জুবিলীর কার্যক্রম সম্ভবপর সকল পর্যায়ে বাস্তবায়িত করতে। ইতোমধ্যেই বাংলাদেশ মণ্ডলীর বিভিন্ন ধর্মপ্রদেশে জুবিলী ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন হয়েছে এবং বিভিন্ন ধর্মপল্লীকে তীর্থস্থান হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। স্থানীয় মণ্ডলীর সাথে একাত্ম হয়ে জুবিলীর বিভিন্ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করি এবং দেশের বিভিন্ন জায়গার তীর্থস্থানগুলো পরিদর্শনসহ প্রার্থনা করে নিজেদেরকে পরিশুদ্ধ করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখি।

দেশ এবং দেশের বাইরে যেখানেই তীর্থ করার সুযোগ পাই তা যেনো আমাদের জীবন রুপান্তরকারী উপলক্ষ হয়ে ওঠে। সকলেই যেনো মনে রাখি: জুবিলী ও তীর্থে অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে মানুষ পাপের ক্ষমা ও দণ্ডমোচন লাভ করে, জীবনে নতুন চেতনা আসে, ও জীবন নবায়িত হয়। †

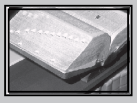

বৎস আমার, এ সমস্ত তোমাদের লিখছি, তোমরা যেন পাপ না কর। কিন্তু যদি কেউ পাপ করে, পিতার কাছে আমাদের পক্ষে সহায়ক একজন আছেন : সেই যীশুখ্রীষ্ট, ধর্মাত্মা যিনি। (যোহন ২:১-১১)

অনলাইনে সাপ্তাহিক প্রতিবেশী পড়ুন : www.weekly.pratibeshi.org

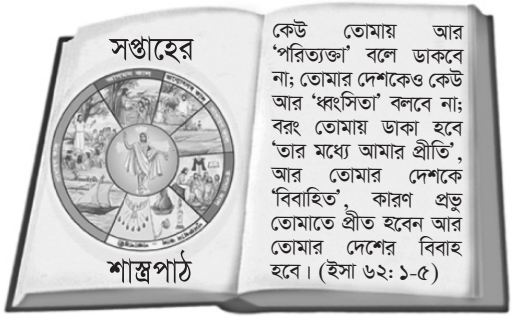

কেউ তোমায় আর 'পরিত্যক্তা' বলে ডাকবে না; তোমার দেশকেও কেউ আর 'ধ্বংসিতা' বলবে না; বরং তোমায় ডাকা হবে 'তার মধ্যে আমার প্রীতি', আর তোমার দেশকে 'বিবাহিত', কারণ প্রভু তোমাতে প্রীত হবেন আর তোমার দেশের বিবাহ হবে। (ইসা ৬২: ১-৫)

কাথলিক পঞ্জিকা অনুসারে সপ্তাহের বাণীপাঠ ও পার্বণসমূহ
১৯ জানুয়ারি - ২৫ জানুয়ারি, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ

১৯ জানুয়ারি, রবিবার
পবিত্র শিশুমঙ্গল দিবস
ইসা ৬২: ১-৫, সাম ৯৬: ১-২ক, ২খ-৩, ৭-৮ক, ৯-১০কগ, ১ করি ১২: ৪-১১, যোহন ২: ১-১১

২০ জানুয়ারি, সোমবার
সাধু ফাবিয়ান, পোপ ও সাক্ষ্যমর
সাধু সেবাস্টিয়ান, সাক্ষ্যমর
হিব্রু ৫: ১-১০, সাম ১১০: ১-৪, মার্ক ২: ১৮-২২

২১ জানুয়ারি, মঙ্গলবার
সাধ্বী আগ্নেস, কুমারী ও সাক্ষ্যমর, *স্মরণ দিবস*
হিব্রু ৬: ১০-২০, সাম ১১১: ১-২, ৪-৫, ৯, ১০, মার্ক ২: ২৩-২৮

২২ জানুয়ারি, বুধবার
সাধু ভিনসেন্ট, ডিকন ও সাক্ষ্যমর
হিব্রু ৭: ১-৩, ১৫-১৭, সাম ১১০: ১-৪, মার্ক ৩: ১-৬

২৩ জানুয়ারি, বৃহস্পতিবার
হিব্রু ৭: ২৫-৮: ৬, সাম ৪০: ৭-৮ক, ৮খ-৯, ১০, ১৭, মার্ক ৩: ৭-১২

২৪ জানুয়ারি, শুক্রবার
সাধু ফ্রান্সিস দ্য স্যালস্, বিশপ ও আচার্য, *স্মরণ দিবস*
হিব্রু ৮: ৬-১৩, সাম ৮৫: ৮, ১০, ১১-১২, ১৩-১৪, মার্ক ৩: ১৩-১৯

২৫ জানুয়ারি, শনিবার
প্রেরিতদূত সাধু পলের মন পরিবর্তন, *পর্ব*
শিষ্য ২২: ৩-১৬ (অথবা ৯: ১-২২), সাম ১১৭: ১-২, মার্ক ১৬: ১৫-১৮

প্রয়াত বিশপ, পুরোহিত, ব্রতধারী-ব্রতধারিণী

১৯ জানুয়ারি, রবিবার
+ ১৯৪৮ সি. মেরী হেলেন, এসএমআরএ (ঢাকা)
+ ১৯৯১ ব্রা. লিওনার্দো স্কালেট, এসএক্স (খুলনা)
+ ২০২৪ সি. ক্লাউদিয়ে রোদে, এসএসএমআই

২০ জানুয়ারি, সোমবার
+ ২০০৪ ফা. কমল আই. ডি'কস্তা (ঢাকা)
+ ২০১৯ সি. আরতি সিসিলিয়া গমেজ, সিআইসি (দিনাজঃ)

২১ জানুয়ারি, মঙ্গলবার
+ ১৯৯৪ ফা. জেমস সলোমন (ঢাকা)

২২ জানুয়ারি, বুধবার
+ ১৯৮১ সি. তেরেজা মারি, এসএসএমআই (ময়মনসিংহ)
+ ১৯৮৭ ফা. ডমিনিকো বেল্লো, এসএক্স (খুলনা)

২৩ জানুয়ারি, বৃহস্পতিবার
+ ১৯৮৬ ফা. লুইজ বিগোনি, পিমে (দিনাজাপুর)

২৪ জানুয়ারি, শুক্রবার
+ ১৯৭৬ সি. এম. এডেলট্রুড, আরএনডিএম (চট্টগ্রাম)
+ ১৯৯১ ফা. রিনাল্‌দো বের্নাক্কী, এসএক্স (খুলনা)
+ ২০১১ সি. আর্কাঞ্জেলা রোজারিও, এসসি (খুলনা)

২৫ জানুয়ারি, শনিবার
+ ১৯৯৪ ব্রা. লুসিয়ান গোপিল, সিএসসি (চট্টগ্রাম)
+ ২০০৭ ফা. মারিয়ানো পস্সিনিব্বী, পিমে
+ ২০১৭ সি. মেরী ইম্মানুয়েল, এসএমআরএ
+ ২০২৪ সি. মেরী মালা, এসএমআরএ

তৃতীয় খণ্ড
খ্রীষ্টে আশ্রিত জীবন

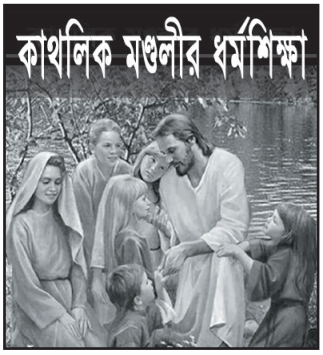

॥ খ ॥ মনপরিবর্তন ও সমাজ

১৮৮৬ মানুষের আহ্বানের পরিপূর্ণতার জন্য সমাজ অপরিহার্য। এই লক্ষ্য অর্জন করতে হলে মুল্যবোধের শ্রেণীবিন্যাসের প্রতি শ্রদ্ধা থাকতে হবে, যা "দৈহিক ও প্রবৃত্তিজাত প্রবণতাগুলোকে আভ্যন্তরীণ ও আধ্যাত্মিক প্রবণতার অধীন করে রাখে":

মানব সমাজকে প্রথমতঃ আত্মিক জগতের সঙ্গে সম্পৃক্ত বলে বিবেচনা করতে হবে। আত্মিকতার মধ্য দিয়ে, সত্যের উজ্জ্বল আলোতে, মানুষ তার জ্ঞান সহভাগিতা করবে, তাদের অধিকার বাস্তবায়ন ও তাদের কর্তব্যসমূহ সম্পাদন করতে সক্ষম হবে, আত্মিক মূল্যবোধ সন্ধান করতে অনুপ্রাণিত হবে; যে- কোন পর্যায়ের যা-কিছু সুন্দর তা থেকে পরস্পর খাঁটি আনন্দ লাভ করবে; সর্বদা আপন সর্বোত্তম সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যগুলো অন্যদের কাছে পৌঁছে দেয়ার জন্য উৎসাহী হবে; এবং অন্যদের দ্বারা অর্জিত আত্মিক সাফল্যগুলো উৎসাহের সঙ্গে নিজের ক'রে গ্রহণ করবে। এই আত্মিক সুবিধাগুলো যে-সব বিষয়ের মধ্য দিয়ে সংস্কৃতির প্রকাশ ঘটে যেমন, অর্থনৈতিক ও সমাজিক প্রতিষ্ঠান, রাজনৈতিক আন্দোলন ও তার ধরন, আইন-কানুন, ও অন্যান্য যে-সব কাঠামোর দ্বারা সমাজ বাহ্যিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় ও ক্রমাগত উন্নতির পথে এগিয়ে যায়, সে সবকিছুকে শুধু প্রভাবান্বিতই করে না, বরং সেগুলোর লক্ষ্য ও পরিধি নির্ধারণ করে।

১৮৮৭ উপায় ও লক্ষ্যের অবস্থান উল্টো করা, অর্থাৎ যা কেবলমাত্র লক্ষ্য অর্জনের উপায়, সেই উপায়কে চূড়ান্ত লক্ষ্যের মূল্য দেওয়া, অথবা ব্যক্তিদেরকে লক্ষ্য অর্জনের মাত্র উপায়রূপে বিবেচনা করা এমন অন্যায্য কাঠামোর জন্ম দেয় যা "ঐশ বিধানদাতার আদেশ অনুসারে খ্রীষ্টীয় আচরণ কঠিন এবং প্রায় অসম্ভব করে তোলে।"

লেখা আহ্বান

সুপ্রিয় লেখক-লেখিকাবৃন্দ,
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা নিবেন। আগামী ১৪ ফেব্রুয়ারি 'বিশ্ব ভালোবাসা দিবস' ও পহেলা ফাল্গুন এবং ২১ ফেব্রুয়ারি 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' উপলক্ষে আপনাদের সুচিন্তিত প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা ও মতামত পাঠানোর জন্য আহ্বান জানাচ্ছি। ২১ ফেব্রুয়ারি সংখ্যাটি বিশেষ সংখ্যা হিসেবে প্রকাশিত হবে, যার প্রতিপাদ্য বিষয় হবে **আমাদের বই**। খ্রিস্টান লেখকগণ যারা বই লিখেছেন তারা তাদের বইয়ের সার সংক্ষেপ এক পৃষ্ঠার মধ্যে (৭৫০ শব্দ) তুলে ধরে আমাদের কাছে ৮ ফেব্রুয়ারির মধ্যে পাঠিয়ে দিন।

এছাড়াও ছোটদের আসরের জন্য শিক্ষণীয় গল্প, ছড়া, কবিতা এবং ছোটদের আঁকা ছবিও পাঠিয়ে দিতে পারেন।

আপনাদের লেখাগুলো অবশ্যই নির্দিষ্ট তারিখের ১ সপ্তাহ পূর্বে পাঠানের জন্য অনুরোধ রইল।

লেখা পাঠাবার ঠিকানা
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষীবাজার, ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৪৭১১৩৮৮৫
E-mail : wklypratibeshi@gmail.com

ভুল সংশোধন

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র গত (০১) সংখ্যার শেষ (২৪) পৃষ্ঠায় তারিখের স্থানে ভুলবশত ২০২৫ এর পরিবর্তে ২০২৪ ছাপানো হয়েছে। এ অনিচ্ছাকৃত ভুলের জন্য আন্তরিকভাবে দুঃখ প্রকাশ করছি।

- সম্পাদক
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

পবিত্র শিশুমঙ্গল দিবস ২০২৫ উপলক্ষে জাতীয় পরিচালকের শুভেচ্ছা-বাণী

খ্রিস্টেতে প্রিয় ভাই ও বোনেরা,

পন্টিফিক্যাল মিশন সোসাইটিজ (পিএমএস)-এর জাতীয় কার্যালয়ের সকলের পক্ষ্য থেকে আপনাদের প্রতি রইলো প্রাণঢালা শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। এ বছর সারা দেশ জুড়ে সাধারণকালের দ্বিতীয় রবিবার অর্থাৎ ১৯ জানুয়ারি আমরা পবিত্র শিশুমঙ্গল দিবস (World Day of Missionary Childhood) হিসেবে পালিত হবে। এই দিবসটির উদ্‌যাপন সবার জীবনে বয়ে আনুক নব চেতনা ও আশা; খ্রিস্টের বাণী প্রচার ও প্রেরণকার্যের নতুন উদ্যম ও অনুপ্রেরণা।

এ বছর খ্রিস্টজয়ন্তীকে কেন্দ্র করে যখন আমরা আশার জুবিলী বর্ষকে বরণ করেছি, আমাদের ভুলে গেলে চলবে না যে, আমাদের ছোট্টমণি শিশুরাও জগতে আশার আলোক-রশ্মি। পুণ্যপিতা ফ্রান্সিস এক সাধারণ সভায় বলেছিলেন : "শিশুরা মানবজাতির জন্য অনেক উপহার, অনেক সম্পদ বয়ে আনে। শিশুরা নিজেরাই গোটা মানবজাতি ও খ্রিস্টমণ্ডলীর জন্যে এক মূল্যবাদ সম্পদ, কারণ তারা স্বর্গরাজ্যে প্রবেশের জন্য ক্রমাগত এই অপরিহার্য শর্তটি তুলে ধরে যে, তারা নিজেরা স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়, বরং তাদের জীবনে প্রয়োজন অন্যের সাহায্য, ভালোবাসা, ক্ষমা।" (সাধারণ সভা, ১৮ মার্চ ২০১৫)। শিশুরা আশায় পরিপূর্ণ, তাদের দিকে তাকিয়ে আমরাও আমাদের প্রত্যাশাকে পুনরুদ্ধার করার শিক্ষা লাভ করতে পারি। আসুন, শিশুমঙ্গল দিবস উদ্‌যাপনের মাধ্যমে শিশু-কিশোর, বয়স্ক-বৃদ্ধ আমরা সকলেই একত্রে মিলিত হয়ে প্রত্যাশায় উদ্বুদ্ধ হই এবং বিশ্বজুড়ে অভাবী-অবহেলিত শিশুদের জীবনে পরিবর্তন আনয়নের জন্য একযোগে প্রার্থনা, ত্যাগস্বীকার ও আর্থিক সহায়তা প্রদান করি।

পুণ্যবর্ষ ২০২৫-এর বিশ্বজনীন মূলভাব হলো : 'আশার তীর্থযাত্রী'। তারই সাথে মিলিয়ে পুণ্যপিতা এ বছর পিএমএস মিশন থিম বা প্রেরণকর্মের মূলভাব রেখেছেন : "জাতিসমূহের মাঝে আশার প্রেরণকর্মী" (Missionaries of Hope among the Peoples)। আমি সকল ধর্মপ্রদেশীয় পরিচালকসহ সমস্ত ধর্মপ্রদেশীয় পিএমএস কমিটিকে আহ্বান করি এই মূলসুরকে কেন্দ্র করে সকল ধরণের মিশন এনিমেশন কর্মসূচী গ্রহণ করতে।

গোটা পৃথিবী জুড়েই পবিত্র শিশুমঙ্গল সংস্থা হল এমন এক বীজতলা যেখানে সকল শিশু বিশ্বাস, প্রেরণকর্ম ও বাণীপ্রচারের চেতনায় গঠিত হয়, উদ্বুদ্ধ হয়। যার প্রভাবে শিশুরা নিজেরাই বিশ্বাস প্রচার ও প্রসারে অবদান রাখতে সক্ষম হয়ে উঠে। শিশুমঙ্গল এমন এক ক্ষেত্র যেখানে শিশুরা আমন্ত্রিত অন্যান্য অভাবী, দরিদ্র, সুবিধা-বঞ্চিত, অসুস্থ শিশুদের এবং যে সমস্ত শিশুরা ঈশ্বরকে জানেনা তাদের সাহায্যার্থে হাত বাড়িয়ে দিতে। শিশুরা যেন যিশুর ছোট্ট মিশনারী হতে শেখে, পিএমএস জাতীয় অফিস সেই প্রয়াসই ধর্মপ্রদেশ ভিত্তিক স্থানীয় অফিসগুলির মধ্য দিয়ে চালিয়ে থাকে – যেখানে সম্পৃক্ত থাকেন অনেক বিশপ, যাজক, ব্রতধারী-ব্রতধারিণী, কাটেখিস্ট ও শিশু এনিমেটরগণ।

পবিত্র শিশুমঙ্গল বিষয়ক পোপীয় সংস্থার জাতীয় অফিসের পক্ষ থেকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই সকল শিশু-কিশোর-যুবক-যুবতিকে যারা সুন্দর জীবন, প্রার্থনা ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দানকর্মের মাধ্যমে মণ্ডলীর প্রেরণকর্মে অবদান রাখছে। পিতা-মাতার পাশাপাশি যারা শিশুদের ধর্মশিক্ষা, নৈতিক মূল্যবোধ ও সুষম মানবিক গঠনদানে ধর্মপ্রদেশীয় পরিচালক ও শিশু এনিমেটর হিসেবে নিরলস পরিশ্রম করে যাচ্ছেন তাদের কথাও কৃতজ্ঞতাভরে স্মরণ করছি। ধন্যবাদ জানাই সকল বিশপ, পালপুরোহিত, সহকারী পালপুরোহিত, ব্রাদার-সিস্টার, কাটেখিস্ট এবং শিক্ষক-শিক্ষিকাকে যারা সারা বছর কঠোর পরিশ্রম করে বাংলাদেশ মণ্ডলীর শিশুমঙ্গল কার্যক্রমে নিজেদের শ্রম ও মেধা ঢেলে দিচ্ছেন। শিশুদের কল্যাণার্থে পুণ্য নগরী ভাতিকানে পবিত্র শিশুমঙ্গল সংস্থার বিশ্বজনীন তহবিল গঠনের জন্য ২০২৪ খ্রিস্টবর্ষে আপনারা যে অনুদান দিয়েছেন, তা সকলের জ্ঞাতার্থে ধর্মপ্রদেশ ভিত্তিক তুলে ধরা হল : ঢাকা – ২,২৮,৬৩৫; চট্টগ্রাম – ২৬,০৩৯; দিনাজপুর – ৪৬,৫০০; খুলনা – ৩১,৪০৫; ময়মনসিংহ – ৫৮,০০০; রাজশাহী – ৭০,৭০৫; সিলেট – ৮,৫০০; বরিশাল – ২৫,০০০ = সর্বমোট ৪,৯৪,৭৮৪ (কথায়: চার লক্ষ চুরানব্বই হাজার সাতশত চুরাশি টাকা)। শিশুদের সার্বিক কল্যাণ ও উন্নয়নে আপনাদের এই উদার প্রার্থনা ত্যাগ-স্বীকার ও আর্থিক সহযোগিতার জন্য পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস ও বাংলাদেশের সকল বিশপগণের পক্ষ থেকে আমি আপনাদের সবাইকে জানাচ্ছি আন্তরিক ধন্যবাদ।

পবিত্র শিশুমঙ্গল দিবস ২০২৫ উদ্‌যাপন সার্থক ও সুন্দর হোক – সেই প্রত্যাশা করি।

খ্রিস্টেতে,

ফাদার পিটার শ্যানেল গমেজ
জাতীয় পরিচালক
পিএমএস বাংলাদেশ।

জুবিলী বর্ষ ২০২৫: "আশার তীর্থযাত্রী"

ফাদার স্ট্যানলি কস্তা

জুবিলী বর্ষ: জুবিলী উদ্‌যাপন প্রথাটি মোশীয় ইস্রায়েল জাতিকে চিহ্নিত করে, যারা প্রত্যেক ৫০তম বছর জুবিলী পালন করত, যখন ক্রিতদাসদের মুক্ত করে দেওয়া হত এবং ঋণগ্রস্থদের ঋণ মওকুফ করা হত। এই বর্ষটি কার্যত: মুক্তি ঘোষণার সময়। **-"জুবিলী" শাব্দিক বুৎপত্তি:** "জুবিলী" শব্দটি হিব্রু শব্দ 'Yobe' বা 'Yobel' "ইয়োবেল"- যার অর্থ "ভেড়ার শিং, তুরী, শিঙ্গা, রনভেরী অর্থাৎ কেউ যখন জুবিলী ঘোষণা করত তখন সে শিঙ্গা বাজিয়ে সমস্ত ইস্রায়েলীয়দের জানাতো জুবিলী বর্ষ ঘোষণা করা হয়েছে। "ভেড়ার শিং দিয়ে তৈরী সাতটা তুরী বা শিঙ্গা বইতে বইতে সেই সাতজন যাজক প্রভুর মঞ্জুষার আগে আগে চলছিল, চলতে চলতে তারা তুরি বাজাচ্ছিল; ইতিমধ্যে পুরোভাগের সেনাদল তাদের আগে আগে পথ চলছিল *(যশুয়া ৬:৪- ৮, ১৩)*।" অতএব: "জুবিলী" শব্দটির বুৎপত্তিগত অর্থ: পুং ভেড়ার শিং তথা ইয়োবেল থেকে আগত যা পুণ্য বর্ষের সূচনা বা আরম্ভ ঘোষণা করতে ফুঁ দিয়ে বাজানো হয়, *জুবিলীবর্ষ ঘোষিত হবে শিঙ্গার ধ্বনিতে- মেষের শিং এর তুরী বাজিয়ে-- গোটা দেশে ১০ তিসরী তারিখে (অর্থাৎ ৭ম মাসে), কারণ এই দিনটিই মহান প্রায়শ্চিত্ত দিবস। এই মহা পবীয় দিবসেই যথা মর্যাদায় শুরু হতো জুবিলী বর্ষ, এদিনেই গোটা ইস্রায়েল জাতি লাভ করতো সকল পাপের ক্ষমা। এদিনেই ঘোষিত হতো - "মুক্তি" (ডেরর) বার্তা: সকল দেনা এ দিন থেকেই বাতিল ঘোষিত হল, ইজারাদার ভূস্বামীরা তাদের পৈত্রিক সম্পদ ফিরিয়ে দিয়ে নিজ দেশে ফিরে যাও, ইস্রায়েলীয় ঋণগ্রস্থ ও দাস-দাসী সকলকেই মুক্ত আর স্বাধীন করে দাও।"*

বাইবেলের প্রাক্তন সন্ধির লেবীয় পুস্তকের ২৫ অধ্যায় ৮ থেকে ১৩ পদে ইহুদী জাতির এ জুবিলী উৎসবের উল্লেখ করে তা পালন রীতির বর্ণনা দেয়া হয়েছে। ঈশ্বর নিজেই জুবিলীর প্রবর্তক। তিনি ইস্রায়েল জাতিকে জুবিলী পালনে নির্দেশ ও তা পালনের নিয়ম নীতি দিয়েছেন। জুবিলী বর্ষ-৭টি বিশ্রাম বর্ষের (Sabbatical Year) পরিসমাপ্তিতে পঞ্চামতম বর্ষটি হচ্ছে জুবিলী বর্ষ। পবিত্র বাইবেলের জুবিলী পালন সম্পর্কে আমাদের একটি বিশেষ ধারণা দেয়। লেবীয় পুস্তকের ২৫ অধ্যায়ে (৮-২২) জুবিলী কী, কেন এবং কীভাবে জুবিলী পালন করা হতো, সে সম্পর্কে সুন্দর ও সুস্পষ্ট নির্দেশনা এবং ব্যাখ্যা রয়েছে। লেবীয় পুস্তকে এর কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক আলোকপাত করা হয়:

-জুবিলী বছর পবিত্র বছর, বিশ্রাম বছর, দায়মুক্তির সময়, প্রতিটি গোত্র ও গোষ্ঠীর স্থায়িত্ব এবং সংহতি রক্ষা করার সময়;

-এই সময়টি একটি অনুগ্রহের বর্ষকাল বা স্মারকবর্ষ হিসেবে পরিগণিত হয়। জুবিলী ও তীর্থে অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে মানুষ পাপের ক্ষমা ও দণ্ডমোচন লাভ করে, জীবনে চেতনা ফিরে আসে, জীবন নবায়ন হয়,

-ঈশ্বরের অনুগ্রহের মাধ্যমে খ্রিস্টবিশ্বাসের জীবনে আরো সক্রিয়তা ও গভীরতা লাভ করে. ঐশবাণীর আলোকে ব্যক্তি ও পরিবার জীবন-যাপনে অন্যের কাছে খ্রিস্টসাক্ষ্য বহন করার চেতনা, প্রেরণা ও শক্তি লাভ করে ধীরে ধীরে ব্যক্তির জীবন হয়ে ওঠে খ্রিস্টময়।

এটি হয়ে উঠতে হবে ঈশ্বরের ক্ষমা লাভের পর জীবন বা মন-অন্তর পরিবর্তনের এক ধরণের প্রকাশ্য স্বীকারোক্তি। ঈশ্বর থেকে যে কেহ পাপের ক্ষমা লাভ করে থাকে বা করবে তার উচিৎ হবে নিদান পক্ষে তার বিশ্বাসের ভাইদের ঋণ বা দেনা মওকুফ করে দেয়া; অন্যথায় নিজের অনুতাপ-প্রায়শ্চিত্ত প্রকৃত, খাঁটি বা সত্য বলে প্রমাণিত হবে না। জুবিলী বর্ষে উচিৎ জীবন-মন-অন্তর পরিবর্তনের সক্ষমতাকে পরীক্ষিত হতে দেয়া।" *"Jubilee" is the time to re-establish a proper relationship with God, with one another, and with all of creation, and involved the forgiveness of debts, the return of misappropriated land, and a fallow period for the fields.*

প্রাচীন বিধানের শিক্ষা অনুসারে জুবিলী হচ্ছে ঈশ্বরের বিভিন্ন দান ও মাহাত্ম্য স্মরণ করে ধন্যবাদ-কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন, আনন্দ করা এবং অন্য দিকে মানুষের প্রতি দয়া, ক্ষমা ও ভালোবাসা প্রকাশের সময়। জুবিলী শুধু উৎসব পালনের মধ্যেই সীমিত নয়, অন্যের প্রতি ভালোবাসা প্রকাশের, জীবন মূল্যায়নের, মিলন ও ভ্রাতৃত্বের মহোৎসব।- এরই ধারাবহিকতায় খ্রিস্টমণ্ডলীতে জুবিলী পালন রীতি গ্রহণ করা হয়েছে, এর ফলে এই উৎসব আরো বেশি গুরুত্ব লাভ করেছে এবং আজ জুবিলী একটি সার্বজনীন উৎসবে পরিণত হয়েছে। জুবিলী প্রকাশ করে পূর্ণতার রুপ। পরিপূর্ণ, আদর্শ ও পবিত্র জীবনই জুবিলীর প্রত্যাশা এবং এর মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায় জুবিলীর প্রকৃত তাৎপর্য ও অর্থ। সাধু লুকের লেখা মঙ্গলসমাচারে প্রভু যিশু তাঁর প্রকাশ্য জীবন ও প্রচার কাজের শুরুতে তাঁর জীবন চরিত প্রকাশ করেন। তিনি বলেন "প্রভুর আত্মিক প্রেরণা আমার উপর নিত্য অধিষ্ঠিত, কারণ প্রভু আমাকে অভিষিক্ত করেছেন। তিনি আমাকে প্রেরণ করেছেন দীন দরিদ্রের কাছে মঙ্গলবার্তা প্রচার করতে... এবং প্রভুর অনুগ্রহদানের বর্ষকাল ঘোষণা করতে।" *(লুক ৪: ১৮-১৯)* এই ঘোষণা পত্রের মধ্য দিয়ে প্রভু যিশু এই জগতের মুক্তিযুগের সূচনা করছেন। যিশু এখানে স্পষ্টই বলছেন, তিনি ঈশ্বর প্রেরিত সেই অভিষিক্তজন, যার হাতে রয়েছে মুক্তিযুগের মঙ্গলবার্তা ঘোষণা করার দায়িত্ব। আর এর মধ্য দিয়ে তিনি যেন এক নব যুগের, এক জুবিলী যুগের ঘোষণা পত্র প্রকাশ করছেন। Quoting the prophet Isaiah, the Gospel of Luke describes Jesus' mission in this way: "The Spirit of the Lord is upon me, because he has anointed me to bring good news to the poor. He has sent me to proclaim liberty to captives and recovery of sight to the blind, to let the oppressed go free, and to proclaim a year acceptable to the Lord," *(Luke 4:18-19; cf. Isaiah 61:1-2).* Jesus lives out these words in his daily life, in his encounters with others and in his relationships, all of which bring about liberation and conversion.

খ্রিস্টমণ্ডলীর জুবিলী পালনের একটি ইতিহাস, ঐতিহ্য ও আধ্যাত্মিকতা রয়েছে। *প্রথম জুবিলী ২২ ফেব্রুয়ারি ১৩০০ খ্রিস্টাব্দে পিতরের ধর্মাসন পর্বে পোপ অষ্টম বনিফাস কর্তৃক শতবর্ষকে চিহ্নিত করে রাখার জন্য এবং তিনি তা প্রতি ১০০ বছর পর পর করার সুপারিশ করেন। পোপ ৬ষ্ঠ ক্লেমেন্ট (১৩৪২) খ্রিস্টবিশ্বাসীদের অনুরোধে এটাকে ৫০তম বছরে নিয়ে আসেন। পোপ ৬ষ্ঠ উর্বান এটাকে ৩৩তম বছরে স্থির করেন। ১৪২৫ খ্রিস্টাব্দে ৬ষ্ঠ মার্টিন সর্বপ্রথম সাধু যোহনের লাতেরানের পুণ্য দরজা উন্মোচন করেন। পোপ দ্বিতীয় পল এটিকে ২৫ বছরে বর্ধিত করেন।*

পুণ্য বর্ষগুলো এখন "অর্ডিনারী" যখন তা নিয়মিতভাবে প্রতি ২৫ বছর পরপর বর্তমানকালে ঘটছে। আবার এই জুবিলী "এক্সটা অর্ডিনারী" যখন তা বিশেষ কারণে ঘোষিত হয়। উদাহরণস্বরূপ ১৯৩৩- এর "পরিত্রাণ বা মুক্তি বার্ষিকী উদ্‌যাপন করতে। ২০০০-এর খ্রিস্ট জন্ম জয়ন্তী পালন, ২০১৫- এর দয়ার বর্ষ ইত্যাদি। বাট্রালিয়া উল্লেখ করেছেন যে, ২০০০ এর জুবিলী বর্ষ অবধি মাতা মণ্ডলীতে উদ্‌যাপিত সর্বজনীন জুবিলী বর্ষের সংখ্যা ২৮টি। (তথ্যসূত্র: ফা. তপন ডি রোজারিও, সাপ্তাহিক প্রতিবেশী)

মণ্ডলীতে জুবিলী হলো অনুগ্রহের বছর। জুবিলী বছর কী তা ভাটিকান ব্যাখ্যা করে

বলে, জুবিলী বর্ষ হলো 'পাপের ক্ষমার বছর, প্রতিপক্ষের সাথে পুনর্মিলনের বছর, মনপরিবর্তন ও পাপস্বীকার সংস্কার গ্রহণের সময় এবং সবার সাথে মিলন, আশা, ন্যায্যতা, এবং আমাদের ভাইবোনদের সাথে আনন্দ সহকারে ও শান্তিতে ঈশ্বরের সেবা করতে সংকল্পবদ্ধ হওয়ার বছর। তাই জুবিলী বর্ষ একটি আশার বছর যা খ্রিস্টের পৃথিবীতে আগমনের একটি বিশেষ অনুগ্রহের সময়। *এটি ঈশ্বরের সাথে, একে অন্যের সাথে এবং বিশ্ব সৃষ্টির সাথে যথাযথ সম্পর্ক পুনঃস্থাপনের সময়। পোপ ফ্রান্সিস বছরটিকে আশার বছর হিসেবে ঘোষণা দেন যেন আমরা প্রত্যেকে "আশার তীর্থযাত্রী"- বিষয়টির ওপর ধ্যান করতে পারি। কষ্টভোগী জগতে যুদ্ধের প্রভাব, কোভিড ১৯-এর চলমান প্রভাব, প্রাদুর্ভাব, এবং জলবায়ু সংকটের মাঝে এটি একটি আশার বছর হবে। খ্রিস্টের পৃথিবীতে আগমন একটি বিশেষ অনুগ্রহের সময়।* জুবিলী উৎসবে স্রষ্টার প্রতি উৎসারিত হয় সুগভীর ধন্যবাদ- যিনি সবকিছুরই সৃজনকার, পালনকার, হরণকার। সৃষ্টির সেরা মানুষ হিসেবে স্বীয় অস্তিত্বের চরম মূল্যায়ন ও পুনঃমূল্যায়নের সময়কাল এই সাধনার জুবিলী। বিশেষ করে প্রাত্যহিক ও যাপিত জীবনে ঈশ্বর ও প্রতিবেশি মানুষের জন্য উৎসব হলো জয়ন্তী। আর অধর্ম, অনাচার জয়ের জন্য মানবিক, আধ্যাত্মিক এবং বাস্তব চর্চার আবাহন সময় হচ্ছে ইহুদীয় ইয়োবেল তথা জুবিলী। তাই ইয়োবেল ধ্বনি মানবজাতির সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও বিশ্বাসের সমতাবাদ প্রতিধ্বনিত করে।

জুবিলীর বৈশিষ্ট্য

Pilgrimage, Holy Door, Reconciliation, Prayer, Liturgy, Profession of Faith, Indulgences. জুবিলী বর্ষের জন্য উপরোক্ত যে কর্মসূচী ভাটিকান দপ্তর থেকে ঘোষণা করা হয়েছে তাঁর সারাংশ করলে মাত্র দুটি বিষয় দাঁড়ায়: **প্রার্থনায় নব জাগরণ ও ক্ষমা লাভ করা।** নিম্নে এই বিষয় দুটি আলোচনা করা হলো:

ক) প্রার্থনা বর্ষ- ২০২৪: 'আমরা আশার তীর্থ যাত্রী' হিসেবে এই পুণ্য বর্ষে যোগ্য ভাবে অংশগ্রহণ করার উদ্দেশ্যে পুণ্যপিতা ফ্রান্সিস গত বছরটিকে (২০২৪) প্রার্থনাবর্ষ রূপে ঘোষণা করেছিলেন। তিনি বলেন, "প্রার্থনা হল আমাদের বিশ্বাসের নিঃশ্বাস"। এই জুবিলী প্রস্তুতি বর্ষে আশার তীর্থযাত্রী হয়ে প্রার্থনায় সর্বদা নিরত থেকে, যিশুর সাথে যুক্ত হয়ে, পিতার হৃদয়ের কাছে যাত্রায় আমাদের আহ্বান। এই প্রার্থনা বর্ষে তিনি আহ্বান করেছেন আমরা যেন ব্যক্তিগত, পারিবারিক, মাণ্ডলীক ও সমাজ জীবনে প্রার্থনার প্রয়োজনীয়তা আবার নতুনভাবে আবিষ্কার করি। পোপ ফ্রান্সিস বলেন, "প্রার্থনা হচ্ছে ঈশ্বরের উপস্থিতিতে থাকার বাসনা, ঈশ্বরের কথা শোনা, ঈশ্বরের আরাধনা করা। প্রার্থনা হচ্ছে খ্রিষ্টবিশ্বাসীর বিশ্বাস, আশা ও সেবার জীবনের যত্ন। গোটা একটি বছর আশার তীর্থযাত্রী হয়ে ও খ্রিস্টীয় আশায় বসবাস করে মণ্ডলী এবং সমগ্র ঐশজনগণের জীবনকে আধ্যাত্মিকভাবে সমৃদ্ধ করার একটি বছর।

পোপ ফ্রান্সিস মন্তব্য করে বলেন, "এই প্রস্তুতির সময়ে, আমি একান্তভাবে কামনা করি যেন জুবিলী উদযাপনের পূর্ববর্তী বছর ২০২৪ খ্রিস্টবর্ষকে প্রার্থনার এক মহা "সম্মেলন" হিসেবে নিবেদন করা হয়। ***প্রার্থনা হল পবিত্রতা অর্জনের রাজকীয় পথ, যা আমাদের শত কাজের মাঝেও অন্তর্ধ্যানী/ধ্যানমগ্ন করে তোলে।*** প্রার্থনাবর্ষে পোপ ফ্রান্সিস 'প্রভুর প্রার্থনাকে বেশী গুরুত্ব দিতে বলেছেন। কেননা এই প্রার্থনার মাঝেই মানুষের আধ্যাত্মিক ও বৈষয়িক প্রয়োজন গুলোর স্পষ্ট উল্লেখ পাওয়া যায়। এই প্রার্থনাটি সমগ্র মানবজাতিকে যেন পিতা ঈশ্বরের প্রতি অগাধ নির্ভরতার শিক্ষা দেয়। একজন মানুষ যদি সত্যিকার ভাবে সুখী হতে চায় তাহলে এর উপাদান এই প্রভুর প্রার্থনার মাঝে খুঁজে পাবে। ***আশার তীর্থযাত্রায়*** সামিল হওয়ার জন্য এই প্রার্থনাটি সত্যিকার ভাবে আমাদের সবাইকে পিতা ঈশ্বরের প্রাণের কাছে নিয়ে যাবে। -প্রার্থনা হচ্ছে পবিত্র আত্মার উপহার, যা আমাদের আশাবাদী মানব-মানবী হতে সাহায্য করে; আর প্রার্থনা আমাদের সামনে জগৎকে উন্মুক্ত করে রাখে (তুলনীয়, Spe Salvi, ৩৪)। এখানে বলতে চাই প্রার্থনা শুধু জুবিলী বর্ষের প্রস্তুতির বিষয় নয় বরং জুবিলী বর্ষে তথা জীবন ব্যাপি করণীয় একটি অপরিহার্য বিষয়। এই জুবিলী বর্ষে মাতা মণ্ডলীর ইচ্ছা খ্রিষ্ট বিশ্বাসীদের জীবনে যেন প্রার্থনার একটি নব জাগরণ ঘটে।

খ) ***Jubilee Indulgence:*** Special graces for the forgiveness of the temporal punishment during the Jubilee Year by meeting the normal conditions (confession, Holy Communion, prayer for the Pope's intentions, and no attachment to sin). **জুবিলী বর্ষের একটি প্রধান দাবী হলো ঐশ ক্ষমা লাভ করা ও ভাই মানুষের সাথে ক্ষমা দানের মাধ্যমে পুর্নমিলিত হওয়া।** "God is rich in mercy and compassion. He is full of forgiving love." Christianity is built on forgiveness. খ্রিস্ট ধর্মে ক্ষমাটাই শেষ কথা, প্রেমের ক্ষমতায় ক্ষমা। ক্ষমাশীল ঈশ্বর আমাদের সকল প্রকার ঋণ তথা পাপ অন্যায় ক্ষমা করতে এতটুকুও কার্পণ্য করবেন না যদি আমরা ভাই বোনদের ক্ষমা করতে প্রস্তুত থাকি। অন্যদিকে আমাদের নিজেদের জন্যও ক্ষমাদানের অভিজ্ঞতা প্রয়োজন। ক্ষমাদান আমাদের নিজেদের জন্য সুস্থতা আনে। In the process of forgiving, we are the ones who get healed. পায়ে একটি কাটা বিধলে তা সর্বদা আমায় কষ্ট দেয় যতক্ষণ পর্যন্ত আমি তা না খুলি। When we don't forgive the hurt affects all our thinking and action. কেউ একটি চড় দিলে ২ মিনিট ব্যাথা করে, ক্ষমা করতে না পারলে ২শ বছর ব্যাথা করবে। তাই বুদ্ধিমানের কাজ হল শত্রুকে ক্ষমা করে জীবন থেকে বিদায় করে দেয়া। The conclusion is clear: revenge is not sweet but bitter; while forgiveness and reconciliation take the hurt away. Forgiveness is so fundamental that without it life cannot carry on. সাম্প্রতিককালে বিভিন্ন মনস্তত্ত্ববিদদের গবেষণায় পাওয়া ক্লিনিক্যাল প্রমাণ পাওয়া গেছে যে, ক্ষমা করতে না পারা মানুষের জন্য খুবই মারাত্মক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি কারক। ২০২১ খ্রিস্টাব্দে **জন হপকিন্স** বিশ্ববিদ্যালয়ের সাইকিয়াট্রি ও বিহেভিয়ারাল সাইন্স বিভাগের অধ্যাপক ***কারেন সোয়ার্টজ*** গবেষণায় দেখতে পান যে, ক্ষমা না করার ফলে যেমন আমরা মানসিক ও আবেগীয় ভাবে কষ্টে থাকি তেমনিভাবে উচ্চ রক্তচাপ, হার্ট এ্যাটাক, হার্ট ফেইলর, ব্রেইন স্ট্রোক, কার্ডিয়াক এরেষ্ট, ডায়াবেটিস ও শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায়। অন্যদিকে **ড. ফ্রেড লাসকিন** Foregive for Good: A Proven Prescription for Health and Happiness নামক পুস্তকে দেখিয়েছেন যে, "যে সব মানুষকে ক্ষমা করতে শেখানো হয় তাদের রাগও কম, তারা অন্যদের তুলনায় বেশি আশাবাদী, কম হতাশ, কম উদ্বিগ্ন, তাদের মানসিক চাপ কম, তারা বেশী প্রত্যয়ী এবং তারা অন্যদের চাইতে নিজেদেরকে বেশী গ্রহণ করতে পারে।"

The Sacrament of Reconciliation: ঐশ করুনার সংস্কার। We are forgiven by a sacramental encounter with God. For many this Sacrament is a real encounter with Christ. It is a Sacrament of healing. It really is the best of all therapies. It heals us spiritually, emotionally and physically. এই সাক্রামেন্তের প্রতি আরও regular, বিশ্বস্ত হতে হবে। যখনই ঈশ্বরের কোন নম্র ও অনুতপ্ত সন্তান পাপস্বীকার করে, প্রতিবারেই ঈশ্বর বলেন, 'This is my beloved child to whom I'M well pleased. Sacrament of Reconciliation is crucial to personal holiness.

'আমরা সবাই আশার তীর্থযাত্রী'- পোপ ফ্রান্সিস।

আশা এমন একটি ঐশতাত্ত্বিক গুণ, যার দ্বারা আমরা আমাদের সুখ হিসাবে ঐশরাজ্য ও শাশ্বত জীবনের বাসনা করি, এর জন্য খ্রিস্টেয় প্রতিশ্রুতির উপর আমরা আস্থা রাখি, আমাদের নিজেদের শক্তির উপর নয়, বরং পবিত্র

আত্মার অনুগ্রহের সহায়তার উপর নির্ভর করি। ***(ধর্মশিক্ষা: ১৮১৭)***

আশার গুণটি সেই সুখের আকাঙ্খা পূরণে সাড়া দেয়, যা ঈশ্বর নিজেই প্রত্যেকের অন্তরে স্থাপন করেছেন; এটির মধ্যে সেই আশা গুলোও অন্তর্ভুক্ত যেগুলো মানুষের কাজকর্মকে অনুপ্রাণিত ও পবিত্রকৃত করে যাতে ঐশরাজ্যে সেই গুলো স্থান পায়; এটি মানুষকে নিরাশা থেকে মুক্তি দেয়; পরিত্যক্ত অবস্থার সময়ে তাকে বহন করে; অনন্ত সুখের প্রত্যাশায় তার হৃদয় উন্মুক্ত করে। আশায় প্রাণবন্ত হয়ে সে সমস্ত স্বার্থপরতার হাত থেকে রক্ষা পায় ও চালিত হয় সেই সুখের দিকে যা প্রবাহিত হয় ভালোবাসা থেকে। ***(ধর্মশিক্ষা: ১৮১৮)***

"আশা তোমাদের মনটাকে আনন্দিত ক'রে রাখুক" *(রোমীয় ১২:১২)*। পোপ বেনেডিক্ট তার আহ্বান দিবসের বাণীতে বলেছেন, "আমাদের জীবন আহ্বানের পিছনে রয়েছে বিশ্বাসের শক্তি। বিশ্বাস থেকেই আশা জন্ম নেয়। আশা মানুষকে পথ দেখায়। এগিয়ে যাওয়ার সাহস যোগায়। আশা মানুষকে লক্ষ্যে পৌছতে সহায়তা করে" (শান্তির বার্তা)। আশা হল ভবিষ্যতের ইতিবাচক কিছুর প্রত্যাশা। কিসের উপর আমাদের বিশ্বাস স্থাপিত? সাধু পল আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে, আব্রাহাম আশা না থাকলেও আশা রেখে বিশ্বাস করেছিলেন যে, তিনি বহু জাতির পিতা হবেন, যেমনটি তাকে বলা হয়েছিল, 'তোমার বংশ এরূপ হবে' *(রোমীয় ৪:১৮)*। এখানেই আমরা প্রতিটি আশার নিশ্চিত ভিত্তি খুঁজে পাই: ঈশ্বর কখনও আমাদের পরিত্যাগ করেন না (তাঁর নাম- 'Yahweh' আমি আছি যিনি) এবং তাঁর বাণীর প্রতি তিনি বিশ্বস্ত থাকেন। সেই কারণে প্রতিটি পরিস্থিতিতে, তা ইতিবাচক বা নেতিবাচক যাই হোক আমরা একটি দৃঢ় আশা লালন করতে পারি। আশা রাখা হলো ঈশ্বরের উপর আস্থা রাখার সমরূপ, যিনি বিশ্বস্ত, যিনি সন্ধির প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেন। সে জন্য বিশ্বাস ও আশা ঘনিষ্টভাবে সম্পর্কযুক্ত। "বিশ্বাস হল আশার সমার্থক। (Spe Salvi, 2) "By believing we hope and by hoping we love"- St. Augustine. "প্রভু যিশুখ্রিস্টে রয়েছে আমাদের আশার নিশ্চয়তা। "আশাতেই আমরা মুক্তি পেয়েছি।" (পোপ বেনেডিক্ট)। আশার ভিত্তি হলো ঈশ্বরে বিশ্বাস। খ্রিস্টীয় আশা রূপান্তর করে (trasformative), খ্রিস্টধর্ম হলো একটি আশাবাদী ধর্ম এবং আমরা খ্রিস্টবিশ্বাসীরা হলাম আশার মানুষ. খ্রিস্টের পুনরুত্থানে বিশ্বাসী মানুষ, নতুন আশার মানুষ, নতুন জীবন পথের যাত্রী। Easter is indeed the feast of hope, this hope is the basis of Christian life. খ্রিস্টের পুনরুত্থান এই ব্যথাময়, দুঃখময় ও হতাশার পৃথিবীতে নতুন আশা, সাহস ও প্রেরণা যোগায়। আমরা বিশ্বাস করি: Our Good Fridays will be followed by Easter Sundays. তাই জীবন বাস্তবতায় আমরা ক্লান্ত হই কিন্তু হতাশ হই না, পড়ে যাই কিন্তু পড়ে থাকি না। We are resurrected people, it gives us the good news that no tomb can hold us down any more--- neither the tomb of despair, discouragement, doubts, nor death. জগতের হতাশা নিরাশার মধ্যে আমরা হয়ে উঠতে চাই আশায় আনন্দিত ঐশ জনগণ এবং জগতের সবার কাছে আশার বাণী শুনাতে চাই। আশা কখনও মানুষকে হতাশ করে না। আশা মানুষের মনকে সঞ্জীবিত রাখে, স্বপ্নকে বাঁচিয়ে রাখে। আশা জীবনে একটি পজেটিভ দৃষ্টিভঙ্গি দান করে। Be positive, see positive. 'দৃষ্টিভঙ্গি বদলাও, জগত বদলে যাবে'- কোয়ান্টাম মেথোড। আশা জীবনের চ্যালেঞ্জগুলোকে সুযোগে রূপান্তরিত করে।

আশার সংকট নতুন প্রজন্মকেই বেশী করে আক্রান্ত করে: যুব-বয়স আশাবাদী হওয়ার একটি বিশেষ সময়, কারণ এ বয়সটি একরাশি স্বপ্নময় প্রত্যাশা নিয়ে আগামীর দিকে তাকাতে আমাদের উদ্বুদ্ধ করে। অথচ বাস্তবতা হল আশার সংকট নতুন প্রজন্মকেই বেশী করে আক্রান্ত করে। অসুস্থ পারিবারিক পরিবেশ, ঘুণে ধরা সমাজ, স্থবির-জীর্ণ মণ্ডলী, দুর্নীতিগ্রস্ত রাজনীতি, বৈষম্যপূর্ণ পৃথিবী যুবাদের হতাশাগ্রস্ত করে, ক্লান্ত করে। সমাজের আদর্শহীনতা, গণমাধ্যম ও বিজ্ঞান প্রযুক্তির অপব্যবহার যুব সমাজকে আক্রান্ত ক'রে মোহগ্রস্ত, নেশাগ্রস্ত করে, ফলে জীবনের লক্ষ্য গতি-গন্তব্য হারিয়ে ফেলে, তারা ইচ্ছার দৈন্যতার ভোগে, বড় ও সুন্দর কিছু করার স্বপ্ন হারিয়ে ফেলে ।

পুণ্যপিতা বেনেডিক্ট তার ২৪ তম বিশ্ব যুব দিবসের বাণীতে যুবাদের উদ্দেশ্যে বলেন, "প্রিয় যুবক-যুবতীগণ খ্রিস্টকে অনুসরণ করতে এবং সেবা ও উদার দায়বদ্ধতার দাবীমূলক ও সাহসী পথে হাঁটতে ভয় করো না। সেই পথে তোমরা সেবা করতে আনন্দ পাবে, তোমরা এমন এক আনন্দের সাক্ষী হবে যা এ জগৎ দিতে পারে না। তোমরা অপরিসীম ও চিরন্তন ভালোবাসার জীবন্ত অগ্নিশিখা হয়ে উঠবে, অন্তরে তোমরা যে আশা লালন করছ তার উত্তর দিতে শিখবে" *(১ম পিতর ৩:১৫)*।

পোপ ফ্রান্সিস :

- প্রত্যেকে ব্যক্তির অন্তরে আশার বাসনা আছে, ভাল কিছু হবে, আসবে সুদিন।

- ঐশরাজ্যের বাসনা করা- আনন্দ

- আশা সরাসরি ঈশ্বরের কাছ থেকে আসে, আশা আমাদের ভবিষ্যৎ জীবনের দিকে ধাবিত করে। আশা নতুন কিছু শিখতে সাহায্য করে। আশা নিরাময় করে, আশা ভয়কে জয় করতে সাহায্য করে, আশা অন্যকে সাহায্য করতে সহায়তা করে। *(তথ্যসূত্র: ফাদার সুনীল রোজারিও, প্রতিবেশী, বড়দিন সংখ্যা-২০২৪)*

সাধু পল খ্রিস্টের অনন্ত আশায় রূপান্তরিত এক পথযাত্রী ও 'আশা'র সাক্ষ্য বহনকারী: দামাস্কাসের পথে তিনি সত্তার গভীরে রূপান্তরিত হয়ে উঠেছিলেন ঐশ প্রেমের স্পর্শে এবং ব্যক্তিময় যিশু খ্রিস্টের সংস্পর্শে এসেছিলেন। খ্রিস্টেই সেই মহান আশা। পরে তিনি লিখেছেন: "এখন রক্ত-মাংসের দেহে আমি যে জীবিত আছি, সেই ঈশ্বর-পুত্রের প্রতি বিশ্বাস-প্রাণ হয়েই জীবিত আছি, যিনি আমাকে ভালোবেসেছেন, এমনকি আমার জন্যে আত্মদানও করেছেন" *(গালাতীয় ২:২০)*। শুরুটা যার নির্যাতনকারী হিসেবে, তিনিই কি-না হয়ে উঠলেন একজন সাক্ষী, একজন মিশনারী! *"আশা তোমাদের মনটাকে আনন্দিত করে রাখুক" রোমীয় ১২: ১২ক:* পলের কাছে 'আশা' শুধুমাত্র একটি ধারণা বা আবেগ নয়, বরং এটি একজন জীবনময় ব্যক্তি: তিনি ঈশ্বর পুত্র যিশু খ্রিস্ট। এই নিশ্চিত বিশ্বাসে প্রগাঢ়ভাবে অনুরক্ত হয়েই তিনি তিমথির কাছে লিখতে পেরেছিলেন: "আমরা তো আশা-ভরসা রেখেছি স্বয়ং জীবনময় ঈশ্বরেরই ওপর" *(১ তিমথি ৪:১০)*। এই "জীবনময় ঈশ্বর" হচ্ছেন পুনরুত্থিত যিশু খ্রিস্ট, যিনি পৃথিবীতে উপস্থিত আছেন। তিনিই হচ্ছেন প্রকৃত আশা: যে খ্রিস্ট আমাদের সঙ্গে ও আমাদের মধ্যেই বাস করেন; আর তিনি তাঁর অনন্ত জীবনের সহভাগী হতে আমাদের আমন্ত্রণ জানান। তাই একজন খ্রিস্টানের প্রত্যাশাময় যাচ্না হল "স্বর্গরাজ্য ও অনন্ত জীবনে প্রকৃত সুখ, যা আমরা পাই খ্রিস্টের প্রতিশ্রুতির উপর নির্ভরশীল হয়ে, কিন্তু আমাদের শক্তির উপরে নয়; আমরা তা পাই পবিত্র আত্মার অনুগ্রহের উপর নির্ভরশীল হয়ে" *(কাথলিক মণ্ডলীর ধর্মশিক্ষা, ১৮১৭)*।

মারীয়া আশার তীর্থযাত্রী; মারীয়া "আশা"র মাতা: দূতসংবাদ লাভের পর মারীয়া আশান্বিত হয়ে ত্বরিত গতিতে হেঁটে চললেন যুদেয়ার পার্বত্য অঞ্চল দিয়ে। তিনি দেখতে পাচ্ছিলেন সামনে একটা হাতছানি। তার কণ্ঠে ছিলো প্রার্থনার এক ঐকতানসঙ্গীত। আসন্ন জুবিলী আমাদের জীবন ও মণ্ডলীকে যেন আধ্যাত্মিকভাবে সমৃদ্ধশালী করে তোলে সেজন্যে চলুন আমরাও ত্বরিত গতিতে উঠে রাজকীয় পথে এগিয়ে চলি খ্রিস্ট জুবিলীবর্ষের অঙ্গীকার পালনে। এই যাত্রাপথে আমাদের সঙ্গে আছেন আশার জননী কুমারী মারীয়া। যিনি ইস্রায়েল জাতির আশাকে মূর্ত করে তুলেছিলেন, যিনি জগৎকে প্রদান করেছেন তার মুক্তিদাতাকে এবং যিনি দৃঢ় আশায় ক্রুশের নীচে দাঁড়িয়ে ছিলেন, তিনিই আমাদের আদর্শ ও সমর্থনকারিনী। সর্বোপরি, মারীয়া আমাদের মঙ্গল প্রার্থনা করেন এবং আমাদের পরীক্ষা-দুর্যোগের অন্ধকারময় সময়ে তিনি আমাদের চালিত করেন দ্যুতিময় প্রত্যুষে, পুনরুত্থিত খ্রিস্টের সাথে সাক্ষাৎ করতে। সাধু বার্ণাডের একটি সুন্দর ও সুপরিচিত প্রার্থনার, যে প্রার্থনাটির অনুপ্রেরণা এসেছিল মারীয়ার একটি উপাধি 'সমুদ্রের তারা' থেকে : "জীবনের সার্বক্ষণিক উত্থান-পতনে প্রায়ই

নিজেকে তুমি শক্ত ভূমির উপরে দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় নয় বরং ঝঞ্ঝা-বিক্ষুপ্ত অবস্থায় দেখতে পাও; তখন তোমার দৃষ্টি এই তারার দ্যুতি থেকে সরিয়ে নিও না, প্রচণ্ড ঢেউও তোমাকে বিচলিত করতে পারবে না। প্রলোভনের জোর-বাতাস যদি বইতে শুরু করে, যদি তুমি গভীর দুঃখ-যন্ত্রণার পাথরের উপর আছড়ে পড়, তবে সেই তারাটির দিকে তাকাও, মারীয়াকে ডাক।...বিপদ, হতাশা, বিহ্বলতায় মারীয়াকে স্মরণ কর, মারীয়ার কাছে প্রার্থনা কর।... তাঁকে অনুসরণ করে তুমি কখনও বিপথে যাবে না; তুমি তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করে কখনও হতাশায় নিমজ্জিত হবে না; তাঁর বিষয়ে চিন্তা করলে তুমি কখনও ভুল করে বসবে না; তাঁর প্রতিপালনে তুমি কখনও হারিয়ে যাবে না; তাঁর সংরক্ষণে থেকে তুমি কখনও ভীত হবে না; তিনি তোমার দিক নির্দেশিকা হলে তুমি কখনও ক্লান্ত হবে না; তাঁর সহায়তায় তুমি নিরাপদে তীরে এসে পৌছবে"। *(২৪ তম বিশ্ব যুব দিবসে পোপ ষোড়শ বেনেডিক্ট এর বাণী)*।

উপসংহার: আমরা আছি বিপুল আশায় খ্রিস্টজ্যোতির পুণ্যালোকে উদ্ভাসিত হতে। 'হে প্রভু এই আঁধারের মাঝে তুমি এসো। এই হতাশার মাঝে তুমি এসো, এই নিরাশার পৃথিবীতে আশা নিয়ে তুমি এসো'। অন্ধকার ও পাপময় জীবনের অবসান ঘটিয়ে খ্রিস্টজ্যোতির পুণ্যালোকে উদ্ভাসিত হওয়ার প্রচেষ্টা চালানো আমাদের খ্রিস্টীয় জীবন আহ্বান। শুধুমাত্র ঈশ্বরেই একজন মানব-ব্যক্তি প্রকৃত পূর্ণতা পেতে পারে। এ যুগের খ্রিস্টান হিসেবে 'আশা'র ব্যাপারটি সত্যিই আমাদের জীবনের কেন্দ্রীয় বিষয়।

'আনন্দরূপ' প্রবন্ধে রবীঠাকুর আমাদের আশা ও আনন্দকে জাগিয়ে রাখতে বলেছেন। বলেছেন, ক্ষুদ্র স্বার্থ ভুলে, ক্ষুদ্র অহমিকা দূর করে নিজের অন্তঃকরণকে একবার জাগিয়ে তুলতে বলেছেন, 'নিজের এই ক্ষুদ্র চোখের দীপ্তিটুকু যদি আমরা নষ্ট করিয়া ফেলি তবে আকাশ ভরা আলো তো আর দেখিতে পাই না'।

তোমরা হলে এ জগতের আশা ও আনন্দ, a sing of God's presence. As the disciples of Jesus we are the blessing to the world and are the instruments of its salvation. Without you and me the earth will be tasteless and the world will be lightless. We will radiate light through your lives, through your good works. এই জগতে ভাবী ঐশরাজ্যের সাক্ষী ও নিদর্শন হবে তুমি।

এই জুবিলী বর্ষে আমাদের আহ্বান হল আশায় নবায়িত হওয়া। খ্রিস্টের আশাতে জীবন নবায়ন করা। আশার দৃশ্যমান চিহ্ন হয়ে ওঠা। অনুভবে আশার মানুষ হয়ে ওঠা। পরিবারে সন্তান জন্ম দানের মাধ্যমে আশা দান করা। প্রবাসী, অভিবাসী, বন্দির পাশে দাঁড়ানো, যুবাদের সাহায্য করা। ধনীদের প্রতি আহ্বান: 'ঋণ মাফ করা', মধ্যস্থানের আত্মাদের জন্য প্রার্থনা করা। শান্তির জন্য কাজ করা। আর এ সবের মধ্য দিয়ে যে যেখানে আছি সেখানে আশার দৃশ্যমান চিহ্ন হয়ে ওঠা। তাই জুবিলী বর্ষে আশার তীর্থযাত্রী হিসাবে আমাদের আহ্বান হলো: আশার মানুষ হওয়া ও আশার বাহক হওয়া।

একটি গল্প:

৪টি প্রদীপ : শান্তি, বিশ্বাস, ভালোবাসা ও আশা। "নীরবে চারটি প্রদীপ জ্বলছে। তাদের পরস্পরের মধ্যে কথা হচ্ছে প্রথম প্রদীপটি বললো: "আমি হলাম শান্তি" কিন্তু বর্তমান পৃথিবী অশান্তিতে পরিপূর্ণ, তাই কেউ আমাকে গ্রহণ করছে না"। প্রদীপটি তখন ধীরে ধীরে নিভে গেল। দ্বিতীয় প্রদীপটি বললো: "আমি হলাম বিশ্বাস" "আমি আর মানুষের অন্তরে থাকতে পারছি না, কেননা আমার গ্রহণীয়তা কমে গেছে"। মৃদু বাতাস এসে প্রদীপটি নিভিয়ে দিল। হঠাৎ তৃতীয় প্রদীপটি বলে উঠলো: "আমি হলাম ভালোবাসা "কিন্তু দিন দিন মানুষ আমাকে অবজ্ঞা করছে, আমাকে এখন আর কেউ বুঝতে চাইছে না" তখন হঠাৎ করেই প্রদীপটি নিভে গেল। কিছুক্ষণ পর একটি ছোট্ট শিশু সেখানে প্রবেশ করে তিনটি নেভানো প্রদীপকে প্রশ্ন করলো: তোমরা জ্বলছ না কেন? তোমাদের কি শেষ পর্যন্ত জ্বলার কথা নয়? কথাটি বলেই শিশুটি কাঁদতে লাগলো। চতুর্থ প্রদীপটি তখন বলে উঠলো: "তোমরা ভয় পেয়ো না" "আমি হলাম আশা" "যেহেতু আমি এখনো জ্বলছি, তাই আমি অন্যদেরও জ্বালাতে পারবো" শিশুটি উজ্জ্বল দৃষ্টিতে আশার প্রদীপটিকে লক্ষ্য করছিল, আশার প্রদীপ সবাইকে আলো জ্বালিয়ে দিল"। জ্বলাও প্রভু তোমার আলো, জ্বালো অন্তরে, চেতনায় উজ্জ্বল কর। খ্রিস্টীয় আশা কখনো নষ্ট হয় না, শেষ হয় না। *(সাপ্তাহিক প্রতিবেশী)*।

সহায়ক গ্রন্থসমূহ

১। পোপ ষোড়শ বেনেডিক্ট, "আহ্বান হলো বিশ্বাসে স্থাপিত আশার চিহ্ন" ৫০তম আহ্বান দিবস উপলক্ষে পুণ্যপিতার বাণী' শান্তির বার্তা, পিএমএস প্রকাশনা, ২০১৩ খ্রিস্টাব্দ।

২। পোপ ষোড়শ বেনেডিক্ট, "আমরা তো আশা-ভরসা রেখেছি স্বয়ং জীবনময় ঈশ্বরেরই ওপর" (১ তিমথি ৪:১০) ২৪ তম বিশ্ব যুব দিবস ২০০৯ উপলক্ষে বিশ্বের যুবদের উদ্দেশ্যে পোপ ষোড়শ বেনেডিক্ট এর বাণী।

৩। পোপ ষোড়শ বেনেডিক্ট, Spe Salvi (on Christian Hope) শীর্ষক পালকীয় পত্র।

৪। ফা: তপন ডি' রোজারিও, জুবিলী বা জয়ন্তী: বাইবেলীয় পটভূমিকায় মাণ্ডলিক জীবন প্রবাহে উদ্‌যাপিত উৎসব কথন, সাপ্তাহিক প্রতিবেশী, ফাদার জয়ন্ত এস গমেজ, সংখ্যা- ০৪, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ ।

৫। ফা: সুনীল রোজারিও, বড়দিন: খ্রিষ্ট জুবিলী বর্ষে আশার তীর্থ: সাপ্তাহিক প্রতিবেশী, ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবে, বড়দিন সংখ্যা- ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ ।

৬। ফা: নরেন জে বৈদ্য, আগমনকাল খ্রীষ্টজ্যোতির পুণ্যালোকে উদ্ভাসিত হওয়া, সাপ্তাহিক প্রতিবেশী, ফাদার জয়ন্ত এস গমেজ, সংখ্যা ৪৫- ২০১৪ খ্রিস্টাব্দ ।

৭। কাথলিক মণ্ডলীর ধর্মশিক্ষা: বাংলাদেশ কাথ লিক বিশপ সম্মিলনী, জেরী প্রিন্টিং, ৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ, ঢাকা-১১০০।

ভর্তির বিজ্ঞপ্তি

P.S ছাত্রী হোস্টেলে ভর্তি চলছে। ঢাকা, ফার্মগেট-এর পূর্ব রাজাবাজার (সাধনপাড়ায়) অত্যন্ত শান্তপূর্ণ ও কোলাহল মুক্ত পরিবেশে হোস্টেল টি অবস্থিত। এখানে উন্নত ও পুষ্টি সম্পন্ন খাবার দেওয়া হয়, পানির ও কোন অসুবিধা নেই এবং থাকার জন্য রয়েছে অত্যন্ত মনোরম এবং আরাম প্রদ ব্যবস্থা। আর দেরী নয় তাড়াতাড়ি যোগাযোগ করুন।

যোগাযোগের ঠিকানাঃ
P.S ছাত্রী হোস্টেল
৫/বি, পূর্ব রাজার, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫।
মোবাইল নম্বরঃ
০১৭২৮৮৯২১৭৫/০১৭২৩১৭৮৮২১/
০১৭২২৪৩৮৪৯০।

বিজ্ঞ/২১/২৫

ঢাকাস্থ রমনা ক্যাথিড্রাল গির্জায় জুবিলী বর্ষ ২০২৫ এর শুভ উদ্বোধন

ফাদার আলবার্ট রোজারিও

পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস ২০২৫ খ্রিস্টাব্দকে জুবিলী বর্ষ হিসেবে ঘোষণা দেওয়ায় বিশ্বব্যাপী কাথলিক মণ্ডলী এ বছর জুবিলীবর্ষ রূপে পালন করছে। এ সম্পর্কে বিশ্বব্যাপী দেশসমূহে ইতিমধ্যেই ব্যাপক প্রস্তুতি নেয়া হয়েছে। বাংলদেশ মণ্ডলীও এ ব্যাপারে পিছিয়ে নেই। বাংলাদেশ মণ্ডলীতে এ বিষয়ে ব্যাপক প্রস্তুতি সম্পন্ন করা হয়েছে এবং জুবিলী বছরটিকে ফলপ্রসূ করে তোলার জন্য ব্যাপক চিন্তাভাবনা করা হচ্ছে।

এরই অংশ হিসাবে গত ৮ জানুয়ারি, বুধবার, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ রমনা ক্যাথিড্রাল প্রাঙ্গণে ধর্মপ্রদেশ পর্যায়ে জুবিলী বর্ষের শুভ উদ্বোধন করা হয়। এ উপলক্ষে সকাল ৮টা থেকেই প্রচণ্ড শীতের মধ্যে বিভিন্ন ধর্মপল্লী থেকে খ্রিস্টভক্তগণ আসতে থাকেন। সবার মধ্যেই লক্ষ্য করা গেছে প্রাণচাঞ্চল্য ভাব। ফাদার, ব্রাদার, সিস্টার ও খ্রিস্টভক্তগণের আগমনে ও কলকাকলীতে রমনা চত্বর মুখরিত হয়ে উঠে।

সকাল ৯:৩০ মিনিটে জাতীয় সঙ্গীতের মাধ্যমে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন আর্চবিশপ বিজয় এন ডি' ক্রুজ ওএমআই। সাথে জুবিলী পতাকা এবং ঢাকা কাথলিক আর্চডায়োসিসের পতাকাও উত্তোলন করা হয়। এরপর আর্চবিশপ জুবিলী বর্ষের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করে জুবিলী লগো উন্মোচন করেন এবং খোলা আকাশে একগুচ্ছ বেলুন এবং জুবিলীর লগোসহ একটি বড় বেলুন উড়িয়ে দেন। পরে গান ও নৃত্যের তালে তালে দু-লাইনে সারিবদ্ধ হয়ে গির্জায় প্রবেশ করে নিজ নিজ আসন গ্রহণ করেন।

গির্জার ভিতরে শুরুতে প্রার্থনা অনুষ্ঠান করা হয় এবং এরপর জুবিলী লগো ব্যাখ্যা করেন ফাদার প্রলয় ডি' ক্রুজ। লগো ব্যাখ্যার পর মহামান্য কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও সিএসসি জুবিলী বর্ষ উপলক্ষে তাঁর শুভেচ্ছা বাণী দেন। শুভেচ্ছা বাণীতে তিনি বলেন, এই জুবিলী বর্ষে আমরা যেন শান্তি ও সম্প্রীতিতে মিলন সমাজ গড়ে তুলি। হিংসার মাধ্যমে নয়, বরং অহিংসার শক্তির মাধ্যমে খ্রিস্টের প্রেমের সমাজ গড়ে তুলি। এরপরই চা বিরতি দেওয়া হয়। চা বিরতির পর ফাদার স্ট্যানলী কস্তা জুবিলী বর্ষ বিষয়ে তার মূল্যবান বক্তব্য রাখেন এবং কিছু প্রাণবন্ত মুক্তালোচনা হয়। ফাদার স্ট্যানলী তার বক্তব্যে বলেন, জুবিলী বছরে মূলভাব রাখা হয়েছে, "আশার তীর্থযাত্রী"। আমরা আশার তীর্থযাত্রী হিসেবে দৃঢ় আধ্যাত্মিক সততায় আমরা যেন নিজেদের গড়ে তুলে অধিক সম্মানযোগ্য মানুষ হয়ে গড়ে উঠি।

ফাদার স্ট্যানলীর বক্তব্যের পরে দুপুর ১২:৩০ মিনিটে আর্চবিশপ বিজয় এনডি' ক্রুজের পৌরহিত্যে বিশপ সুব্রত বি গমেজ, বিশপ থিয়োটোনিয়াস গমেজ সিএসসিসহ ৭০ জন পুরোহিতের সহায়তায় খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন। আর্চবিশপ উপস্থিত ভক্তদের উদ্দেশ্যে তাঁর মূল্যবান উপদেশ দেন। উপদেশে আর্চবিশপ বলেন, জুবিলী হলো ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেওয়া এবং অনুগ্রহ লাভের বছর এবং এমনই একটা উপলক্ষ যেন আমরা আমাদের আধ্যাত্মিক জীবন নবায়ন করতে পারি। আমরা যেন এ বছরটি ঈশ্বর ও অন্যদের সথে আমাদের সম্পর্ক নবায়ন করি, পাপের জন্য অনুতপ্ত হই এবং খ্রিস্টীয় বিশ্বাসে আমাদের জীবনযাপনে যেন আরো নিষ্ঠাবান হই। জুবিলী বছরে আমরা আমাদের পাপের দণ্ডমোচনও পেয়ে থাকি। খ্রিস্টযাগ শেষে জুবিলী কমিটির আহ্বায়ক বিশপ সুব্রত বি গমেজ কিছু দিক নির্দেশনামূলক বক্তব্য রাখেন এবং সকলকে ধন্যবাদ জানান। শেষে দুপুরের খাবারে সবাইকে আপ্যায়ন করা হয়।

বিবাহিত জীবনের সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন

নিজস্ব সংবাদদাতা:

গত ১১ জানুয়ারি, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দে মাউছাইদ সাধু আগষ্টিনের গীর্জায়, কর্নেল জোসেফ অনিল রোজারিও (অব:) ও মনিকা মেরী রোজারিও এর বিবাহিত জীবনের ৫০ বছরের সুবর্ণজয়ন্তী উৎসব পালন করা হয়, যদিও ৬ জানুয়ারি বিবাহ বার্ষিকী ছিল। জুবিলী খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেছেন নটরডেম বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেজারার ড. ফাদার আদম এস পেরেরা এবং তাকে সহায়তা করেন বনানী মেজর সেমিনারীর পরিচালক ফাদার পল গমেজ ও মাউছাইদ গির্জার পাল-পুরোহিত ফাদার ডমিনিক এস রোজারিও এবং অন্যান্য ফাদারগণ। জুবিলী খ্রিস্টযাগের পর জুবিলীর কেক কাটা এবং ধন্যবাদের মধ্যাহ্ন ভোজের আয়োজন করা হয়। বিকালে মারিয়া ভিলাতে অতিথিদের চা পরিবেশনের মধ্যদিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে। অনুষ্ঠানে সিস্টার মেরী দিপ্তী এসএমআরএ এবং সিস্টার মেরী প্রনতি সহ মাউছাইদ মিশনের সকল খ্রিস্টভক্তগণ এবং নিমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ অংশগ্রহণে সুবর্ণজয়ন্তী উৎসব আনন্দঘন পরিবেশে সমাপ্ত হয়।

উল্লেখ্য ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দে ৬ জানুয়ারি প্রয়াত ফাদার কমল ইগ্নাসিউস ডি কস্তার আশীর্বাদ নিয়ে এই দম্পতির বিবাহিত জীবন শুরু হয়েছিল।

রাঙ্গামাটিয়া পবিত্র যীশু হৃদয় ধর্মপল্লীর শতবর্ষ পূর্তি জুবিলী উৎসব

রক রোনাল্ড রোজারিও

রাজধানী ঢাকার অদূরে ঐতিহ্যবাহী গাজীপুর জেলার ভাওয়াল অঞ্চলের কালীগঞ্জ উপজেলার অন্তর্গত পবিত্র যীশু হৃদয় কাথলিক ধর্মপল্লী, রাঙ্গামাটিয়া, প্রতিষ্ঠার গৌরবময় শতবর্ষ পূর্তি জুবিলী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে ২৭-২৮ ডিসেম্বর, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ, রোজ শুক্র ও শনিবার।

দুইদিনব্যাপী আড়ম্বরপূর্ণ এ আয়োজনে পবিত্র যীশু হৃদয় কাথলিক ধর্মপল্লীর খ্রিস্টভক্ত, দেশ ও বিদেশ হতে আগত অতিথি এবং গণ্যমান্য ব্যক্তিসহ অনেক মানুষ অংশগ্রহণ করেছেন। ঢাকা কাথলিক আর্চডায়োসিসের প্রধান ধর্মগুরু আর্চবিশপ বিজয় এন ডি'ক্রুজ ওএমআই, সহকারী বিশপ এবং রাঙ্গামাটিয়ার কৃতি সন্তান বিশপ সুব্রত বি গমেজসহ বিভিন্ন ধর্মীয় ও সামাজিক নেতৃবৃন্দ উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

২৭ ডিসেম্বর সকাল ৮ ঘটিকায় গির্জা প্রাঙ্গণে বাদ্য বাজনার মাধ্যমে জুবিলী অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। এরপরে গির্জা প্রাঙ্গণে প্রতিষ্ঠিত জুবিলী স্মারক উদ্বোধন করা হয়। জুবিলীর বিশেষ খ্রিস্টযাগে পৌরোহিত্য করেন আর্চবিশপ বিজয় এন ডি'ক্রুজ ওএমআই এবং তাকে সহায়তা করেন সহকারী বিশপ সুব্রত বনিফাস গমেজ এবং ধর্মপল্লীর পালপুরোহিত ফাদার আলবিন গমেজ। উপাসনায় ২৫ জন যাজক, উল্লেখযোগ্যসংখ্যক সন্ন্যাসব্রতী ব্রাদার, সিস্টার এবং প্রায় ৪,০০০ খ্রিস্টভক্ত অংশগ্রহণ করেন।

আর্চবিশপ বিজয় এন ডি'ক্রুজ ওএমআই তার উপদেশ বাণীতে ভাওয়াল অঞ্চলে খ্রিস্টবাণী প্রচারের প্রবাদপ্রতিম প্রচারক দোম আন্তনীয়'র অবদান সম্পর্কে আলোকপাত করেন এবং রাঙ্গামাটিয়া ধর্মপল্লীর ইতিহাস তুলে ধরেন। তিনি বলেন, "রাঙ্গামাটিয়ার মানুষ অনেক উদার, আন্তরিক এবং অতিথিপরায়ণ। তাদের ঈশ্বরের প্রতি অগাধ বিশ্বাস ও আস্থা, সে কারণে এ ধর্মপল্লী ধর্মীয় জীবনে আহ্বানের জন্য প্রসিদ্ধ।"

খ্রিস্টযাগের পর জুবিলীর বিশেষ স্মরণিকার মোড়ক উন্মোচন করা হয়। *এরপর আর্চবিশপ বিজয় এন ডি'ক্রুজ ওএমআই এবং অতিথিবৃন্দ জুবিলীর বিশেষ কেক কাটেন এবং তা উপস্থিত সকলের সাথে সহভাগিতা করা হয়।*

মিশনের পালপুরোহিত ফাদার আলবিন গমেজ তার শুভেচ্ছা বক্তব্যে বলেন, "জুবিলী একটি আশীর্বাদ ও সুযোগ। জুবিলীর চেতনায় যেন আমরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে মিলন সমাজ গঠন করে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে পারি।" তিনি জুবিলী অনুষ্ঠানকে সাফল্যমণ্ডিত করে তোলার জন্য সকলকে বিশেষ ধন্যবাদ জানান।

এরপর উপস্থিত অতিথিবৃন্দ এবং রাঙ্গামাটিয়া ধর্মপল্লীর বর্তমান এবং প্রাক্তন পাল পুরোহিতদের বিশেষ সম্মাননা স্মারক প্রদান করা হয়। দুপুরে মিশনের সকল খ্রিস্টভক্ত এবং অতিথিদের জন্য বিশেষ প্রীতিভোজের ব্যবস্থা করা হয়।

বিকেলে ধর্মপল্লীর ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিভিত্তিক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এ সময় রাঙ্গামাটিয়া ধর্মপল্লীর শতবর্ষের ইহিহাস এবং ঐতিহ্যসম্বলিত একটি বিশেষ ডকুমেন্টারী প্রদর্শিত হয়।

২৮ ডিসেম্বর, শনিবার, সকাল ৯টায় আরেকটি বিশেষ খ্রিস্টযাগ অনুষ্ঠিত হয়। এতে পৌরহিত্য করেন ঢাকা কাথলিক আর্চডায়োসিসের সহকারী বিশপ সুব্রত বনিফাস গমেজ। রাঙ্গামাটিয়া ধর্মপল্লীর প্রায় ১৭ জন যাজক, সন্ন্যাসব্রতী ব্রাদার ও সিস্টারসহ প্রায় ১,০০০ খ্রিস্টভক্ত অংশগ্রহণ করে।

বিশপ সুব্রত বনিফাস গমেজ তার উপদেশ বাণীতে বলেন, "রাঙ্গামাটিয়া ধর্মপল্লী একটি আশীর্বাদিত স্থান, যেখান থেকে অনেকে ধর্মীয়, ব্রতীয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন। সেজন্য রাঙ্গামাটিয়ার সুযোগ্য সন্তানদেরকে অনেকে রাঙ্গা ফসল বলে থাকেন। আমি বিশ্বাস করি আগামী শত বছরে এ ধর্মপল্লী আরো অনেক রাঙ্গা ফসল উপহার দেবে।"

খ্রিস্টযাগের পর রাঙ্গামাটিয়া ধর্মপল্লীর কৃতি সন্তান ফাদার রনাল্ড গাব্রিয়েল কস্তা, ব্রাদার প্রদীপ লুইস রোজারিও সিএসসি, এবং সিস্টার মেরী আলো পালমা আরএনডিএম তাদের ধর্মীয় জীবনের আহ্বান এবং পালকীয় কাজ সম্পর্কে সহভাগিতা করেন। এছাড়াও ব্রতীয় জীবনের সুবর্ণ জয়ন্তী পালনকারী মিশনারীজ অব চ্যারিটি সম্প্রদায়ের সিস্টার মারীনুয়েল রোজারিও এমসি দেশে এবং বিদেশে তার সুদীর্ঘকালের সেবাকাজ সম্পর্কে সহভাগিতা করেন। ধর্মপল্লীর পক্ষ থেকে ফাদার, ব্রাদার এবং সিস্টারদেরকে নৃত্য, ফুল এবং উপহার প্রদানের মাধ্যমে সম্বর্ধনা দেয়া হয়।

সেদিন বিকেলে ধর্মপল্লীর কৃতি সন্তান, বিশেষ ব্যক্তিত্ব এবং মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মাননা জানানো হয়। উল্লেখ্য, রাঙ্গামাটিয়া থেকে ৪৪ জন খ্রিস্টান সক্রিয়ভাবে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন এবং সরকারী স্বীকৃতি লাভ করেন।

এরপর বিশেষ মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সাংস্কৃতিক আয়োজনের মধ্যে ছিলো রাঙ্গামাটিয়া, তুমিলিয়া ও নাগরী ধর্মপল্লী, ফাদার, ব্রাদার, সিস্টার এবং খ্রিস্টভক্তদের পরিবেশনায় গান, নৃত্য, নাটক এবং কৌতুকাভিনয়। শতবর্ষ জুবিলীর বিশেষ আকর্ষণ লটারী ড্রয়ের মাধ্যমে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের সমাপ্তি টানা হয়।

উল্লেখ্য ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে রাঙ্গামাটিয়া ধর্মপল্লী হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। বর্তমানে ধর্মপল্লীর খ্রিস্টভক্তের সংখ্যা প্রায় ৪,০০০।

মঠবাড়ী ধর্মপল্লীতে শতবর্ষ জুবিলী উদ্‌যাপন

গড়ফ্রে সরকার

গত ২৮ ডিসেম্বর ২০২৪ খ্রিস্টাব্দে মঠবাড়ী ধর্মপল্লীতে শতবর্ষ জুবিলী উদ্‌যাপন করা হয়। জুবিলীর খ্রিস্টযাগে পৌরহিত্য করেন মহামান্য আর্চবিশপ বিজয় এন ডি'ক্রুজ ওএমআই এবং তাকে সহায়তা করেন ভাটিকানের রাষ্ট্রদূত আর্চবিশপ কেভিন এস র‍্যান্ডাল, ফাদার উজ্জ্বল লিনুস রোজারিও সিএসসি সহ আরো অনেক ফাদারগণ।

খ্রিস্টযাগের পরপরই শতবর্ষ জুবিলীতে আগত সকল ভক্তবৃন্দকে দুপুরের আহার প্রদান করা হয়। এরপর বিকেলে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মূল আকর্ষণ হিসাবে যিশুখ্রিস্টের জীবনী অবলম্বনে নির্মিত বিশেষ সাউণ্ড লাইট সো এর মাধ্যমে স্থানীয় যুবক-যুবতী ও শিশু কিশোরদের অংশগ্রহণে যিশুর জীবন কাহিনী উপস্থাপন করা হয় এবং শেষে কনসার্টের মধ্য দিয়ে জুবিলী অনুষ্ঠান সফলভাবে শেষ হয়।

শতবর্ষ জুবিলীকে আরো বেশি অর্থপূর্ণ করতে ২৭ ডিসেম্বর ২০২৪ খ্রিস্টাব্দে দিনব্যপী মঠবাড়ী ধর্মপল্লীর প্রায় ১৭০ জন ৭০ বছরোর্ধ্ব প্রবীণ খ্রিস্টভক্তদের নিয়ে এবং মঠবাড়ী ধর্মপল্লীস্থ সকল ফাদার, ব্রাদার ও সিস্টারদেরকে নিয়ে বিশেষ সম্মাননা

ও সংবর্ধনা প্রদান অনুষ্ঠান করা হয়। এছাড়া প্রবীণ খ্রিস্টবিশ্বাসীদেরকে নিয়ে বিশেষ জুবিলী ভোজ করানো হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রত্যেক জন প্রবীণ ও প্রত্যেক জন স্থানীয় ফাদার, ব্রাদার ও সিস্টারদেরকে জুবিলী ক্রেস্ট, ছাতা, জুবিলী দেওয়াল ঘড়ি এবং জুবিলী মগসহ নানা উপহার প্রদান করা হয়।

খ্রিস্টবিশ্বাসে পথচলার শততম বর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষে এক বছর পূর্বে মঠবাড়ী ধর্মপল্লীর পালক পুরোহিত ফাদার উজ্জ্বল লিনুস রোজারিও সিএসসি বিশেষ পরিকল্পনা গ্রহণ ও প্রণয়ন করেন। জুবিলীকে সামনে রেখে খ্রিস্টভক্তবৃন্দের আত্মিক ও আধ্যাত্মিক উন্নয়নের জন্য প্রত্যেক গ্রামে বিশেষ খ্রিস্টযাগ ও পাপস্বীকারের ব্যবস্থা করা হয় যা এক বছর ধরে চলমান থাকে। এক বছর পূর্ব থেকে জুবিলী ক্ষণ গণনা ও জুবিলী বাতি প্রজ্বলন ও প্রত্যেক গ্রামে জুবিলী মোমবাতি হস্তান্তর করা হয়। জুবিলী মোমবাতি সহকারে প্রতিটি ঘরে বছর ব্যপী প্রতিদিন এই বিশেষ প্রার্থনা পরিচালিত হয়। মঠবাড়ী ধর্মপল্লীবাসীর একশত বছরের পুরাতন ঐতিহ্য ও নিদর্শন হিসাবে নানা ধরনের ব্যবহার্য সামগ্রী সংগ্রহ ও তা প্রদর্শনী করা হয়। জুবিলী অনুষ্ঠানকে সফল করতে মঠবাড়ীস্থ জনগণ ও প্রবাসী ভক্তবৃন্দ স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন ও সহযোগীতা করেন।

মহাসমারোহে উদ্‌যাপিত হল বোর্ণী ধর্মপল্লীর প্লাটিনাম জুবিলী

সুরেশ পিউরিফিকেশন

গত ২৭ ডিসেম্বর, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দে রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের অন্তর্গত শক্তিমতি কুমারী মারীয়া ধর্মপল্লী বোর্ণীতে মহাসমারোহে উদ্‌যাপিত হয় অভিবাসনের শতবর্ষ এবং ধর্মপল্লী প্রতিষ্ঠার ৭৫ বছরের প্লাটিনাম জুবিলী। দীর্ঘদিন বাহ্যিক ও আধ্যাত্মিক প্রস্তুতির পর এই জুবিলী উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। জুবিলীর আগের দিন ২৬ ডিসেম্বর বিকাল ৩:৩০ মিনিটে পবিত্র আরাধনার মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকতা শুরু হয়। পবিত্র আরাধনার পর আনন্দ র‍্যালি করে কীর্তন, স্লোগান দিয়ে জুবিলীর আনন্দ উল্লাস করে শোভাযাত্রায় অংশ নেয় প্রায় ৬০০ জন খ্রিস্টভক্ত। র‍্যালির পর মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করা হয়। প্রথমেই প্লাটিনাম জুবিলীর স্মারক চিহ্ন হিসেবে ৭৫ টি প্রদীপ প্রজ্বলন করা হয়। প্রধান অতিথি, বিশেষ অতিথি, ফাদারগণ, সিস্টারগণ, বিভিন্ন গ্রামের প্রতিনিধিগণ, শিক্ষকগণ, সংঘ-সমিতির পক্ষ থেকে এবং বাণী-পাঠক ও বেদী সেবকগণ প্রদীপ প্রজ্বালন করেন। এছাড়া নাচ, গান ও ডকুমেন্টারী প্রদর্শনসহ নানা আনুষ্ঠানিকতার মাধ্যমে জুবিলী অনুষ্ঠান করা হয়।

২৭ ডিসেম্বর জুবিলী অনুষ্ঠানের মহাখ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন মহামান্য কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও ও রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের ধর্মপাল বিশপ জের্ভাস রোজারিও। সহার্পিত খ্রিস্টযাগে অংশগ্রহণ করেন ৪০ জন যাজক। এছাড়া ৬০ জনের অধিক সিস্টার, ২,৫০০ জন খ্রিস্টভক্ত উপস্থিত ছিলেন। খ্রিস্টযাগের শুরুর পূর্বে জুবিলী স্তম্ভ উদ্বোধন ও আশীর্বাদ করেন মহামান্য কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও এবং রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের ধর্মপাল বিশপ জের্ভাস রোজারিও।

মহামান্য কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও তার উপদেশ বাণীতে বলেন, 'অভিবাসনের শতবর্ষ এবং ধর্মপল্লীর প্রতিষ্ঠার ৭৫ বছরের প্লাটিনাম জুবিলী উৎসব বোর্ণী ধর্মপল্লীর জন্য আশীর্বাদস্বরূপ। ধর্মপল্লীর ৭৫ বছরের জুবলী পালনের এই মহতীক্ষণে আমাদের প্রত্যেকের আহ্বান হল একসাথে পথচলা, আনন্দ সহভাগিতা ও মিলন সমাজ গড়ে তোলা। এই জুবিলী উৎসব যেন খ্রিস্টের আলো, বিশ্বাস ও মিলন একতার উৎসব হয়ে ওঠে।'

রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের ধর্মপাল বিশপ জের্ভাস রোজারিও ধন্যবাদমূলক বক্তব্যে বলেন, 'ধর্মপল্লী প্রতিষ্ঠার ৭৫ বছরের প্লাটিনাম জয়ন্তীর পূর্তি উৎসবে মিলন-একতা, ধন্যবাদ-কৃতজ্ঞতা সুরের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে এ দীর্ঘযাত্রা মুক্তিদাতা যিশুখ্রিস্ট ও শক্তিমতি কুমারী মারীয়ার প্রতি আমিও ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা নিবেদন করছি। এ অনুগ্রহ লাভের আনন্দ যেমন বোর্ণীবাসীর তেমনি আমার ও গোটা রাজশাহী ধর্মপ্রদেশ তথা বিশ্বমণ্ডলীর। প্রত্যাশা করি বোর্ণীবাসী যেন বাংলাদেশ কাথলিক মণ্ডলীর আলোকস্বরূপ হয়ে মিলন, অংশগ্রহণ ও প্রেরণ যাত্রায় একত্রে খ্রিস্টের সাক্ষ্যবহন করতে পারে।'

জুবিলীর সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির এবং বিশেষ অতিথির আসন অলংকিত করেন মহামান্য কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও এবং রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের ধর্মপাল বিশপ জের্ভাস রোজারিও। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক মহোদয়, থানা নির্বাহী অফিসার ও অনান্য অতিথিবৃন্দ। এই অনুষ্ঠানে ধর্মপল্লীর জন্য যারা অনেক অবদান রেখেছেন তাদের ক্রেস্ট প্রদান করা হয়। সারা দিনব্যাপী বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্যদিয়ে দিনটি আনন্দঘনভাবে উদ্‌যাপন করা হয়।

আরএনডিএম সংঘের সিস্টারদের রৌপ্য জয়ন্তী উদ্‌যাপন এবং চিরব্রত গ্রহণ

নিজস্ব সংবাদদাতা:

গত ৩০ ডিসেম্বর ২০২৪ খ্রিস্টাব্দে আরএনডিএম সংঘের আট জন সিস্টার- রোজ সুলেখা চাম্বুগং, পুষ্প তেরেজা কস্তা, রিনা কস্তা, রূপালী কস্তা, শিল্পী সেলিন কস্তা, লাভলী রোজারিও, মল্লিকা রোজারিও এবং শিপ্রা রোজারিও - সন্যাসব্রতী জীবনে ২৫ বছরের রৌপ্য জয়ন্তী পালন করেছেন।

একই দিনে আরো তিন জন সিস্টার -জুঁই গ্রাসিয়া রোজারিও, সিলভিয়া শিশিলিয়া গমেজ এবং সোনিয়া গরেট্টি কস্তা আরএনডিএম সংঘে চির ব্রত গ্রহণ করেন। ৩০ ডিসেম্বর আনন্দঘন দিনে আসাদ গেইট সেন্ট খ্রিস্টিনা গির্জায় মহাখ্রিস্টযাগ অর্পণ করেন ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের ধর্মপাল আর্চবিশপ বিজয় এন ডি'ক্রুজ ওএমআই। এছাড়াও বরিশাল ধর্ম প্রদেশের ধর্মপাল বিশপ ইম্মানুয়েল কানন রোজারিও ও ১৭ জন যাজক, সন্ন্যাসব্রতী ব্রাদার, বিভিন্ন সম্প্রদায় থেকে আগত সিস্টারগণ ও পরিবারের আত্মীয় স্বজনদের উপস্থিতিতে মহাআড়ম্বরে অর্থপূর্ণ খ্রিস্টযাগ অর্পিত হয়। খ্রিস্টযাগের শুরুতে ১১ জন সিস্টার সহ উপস্থিত সকল আরএনডিএম সিস্টারগণ শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করেন ও আরএনডিএম সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাত্রী ঈশ্বর সেবিকা মাদার ইউফ্রেজী'র প্রতিকৃতিতে পুষ্পমাল্য প্রদান করেন।

উপদেশ বাণীতে আর্চবিশপ মহোদয় আত্মদান ও আত্মত্যাগ এর উপর আলোকপাত করেছেন। নিবেদিত জীবনে মণ্ডলীর সেবাকর্মে ১১ জন সিস্টারদের জীবনের বিশেষ মুহূর্ত অতি আনন্দের সাথে উদযাপন করা হয় মোহাম্মদপুরের আরএনডিএম কনভেন্টে। মাদার ইউফ্রেজী যেমন ফ্রান্স দেশের অধিবাসী হয়েও পৃথিবীর দূরতম দেশগুলোতে প্রেরণকর্মী হয়েছেন তেমনি তিনি আমাদের অন্তরে মিশনারী হওয়ার অগ্নিশিখাটি প্রদীপ্ত রাখুন। খ্রিস্টযাগের পর সিস্টারদেরকে সম্বর্ধনা প্রদান করা হয় এবং অতিথিদের নিয়ে সকরে একসাথে গ্রীণ হেরাল্ড স্কুল প্রাঙ্গণে প্রীতিভোজ অংশগ্রহণ করে।

মহাসমারোহে হীরক, সুবর্ণ ও রজত জয়ন্তী উদ্‌যাপন এবং চিরব্রত গ্রহণ

প্রেরিতগণের রাণী মারীয়া সঙ্গিনী সংঘের জন্য ৬ জানুয়ারি, সোমবার ২০২৫ খ্রিস্টবর্ষ অতি আনন্দের, আশীর্বাদের এবং কৃতজ্ঞ প্রাণের অঞ্জলি নিবেদনের উৎসব। এ আনন্দঘন দিনে তুমিলিয়া ধর্মপল্লীতে ১৮ জন সিস্টারের সন্ন্যাস জীবনে হীরক, সুবর্ণ, রজত জয়ন্তী এবং চিরব্রত গ্রহণ অনুষ্ঠান মহাসমারোহে উদ্‌যাপন করা হয়। তারা হলেন সিস্টার পীযুষ, বিনীতা ও খ্রিস্টদাসী-হীরক জয়ন্তী, সিস্টার পুষ্প ও সুনীতি-সুবর্ণ জয়ন্তী, সিস্টার অনিন্দিতা, জেনি, সিক্তা, মৃদুলা, জেনেভি, হীমা, ঈশপ্রিয়া, নিয়তি, পূর্ণা, বৃজেট-রজত জয়ন্তী উদ্‌যাপন করেন। একই সাথে সিস্টার আলপনা, লরিন ও ম্যাগ্‌ডলিন আজীবন ব্রত গ্রহণ করেন। এর আধ্যাত্মিক প্রস্তুতিস্বরূপ পূর্ব দিন সন্ধ্যায় পবিত্র সাক্রামেন্তের আরাধনার মাধ্যমে তাদের জন্য আশীর্বাদ কামনা করা হয়। এর পরপরই তাদেরকে ঘিরে ভিজিল উৎসব করা হয়। জ্বলন্ত প্রদীপ হাতে, রাখি বন্ধন পরিয়ে নৃত্যের মধ্য দিয়ে ভাবগাম্ভীর্য পরিবেশে তাদের জন্য মঙ্গলাশীষ যাচ্‌না করা হয়।

বুধবার ৬ জানুয়ারি সকাল ৯:৩০ মিনিটে তুমিলিয়া মাতৃগৃহের চ্যাপেলের সামনের চত্বরে উৎসবকারী ভগ্নীদের ফুল পরিয়ে, জ্বলন্ত প্রদীপ্ত হাতে নিয়ে শোভাযাত্রা ও কীর্তনের মাধ্যমে নৃত্যের তালে তালে গীর্জায় প্রবেশ করেন। সকাল ১০ টায় পবিত্র খ্রিস্টযাগে পৌরোহিত্য করেন ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের আর্চবিশপ বিজয় এন ডি'ক্রুজ ওএমআই এবং তাকে সহায়তা করেন মহামান্য কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি' রোজারিও সিএসসি, বিশপ পল পনেন কুবি এবং ঢাকার সহকারী বিশপ সুব্রত বনিফাস গমেজ। এছাড়াও প্রায় ৭০ জন যাজক, বেশ কিছু সংখ্যক ব্রাদার, বিভিন্ন সংঘের সিস্টারগণ, উৎসবকারী সিস্টারদের আত্মীয় পরিজন ও অন্যান্য খ্রিস্টভক্তগণ নিয়ে প্রায় ৭০০ জন উপস্থিত ছিলেন। খ্রিস্টযাগের শুরুতে উৎসবকারী সিস্টারগণ তাদের আত্মদানের চিহ্ন হিসেবে জ্বলন্ত প্রদীপ বেদীতে স্থাপন করেন। খ্রিস্টযাগের শুরুতেই আর্চবিশপ মহোদয় বলেন, ২০২৫ খ্রিস্টবর্ষের ৬ জানুয়ারি ১৫ জন জুবিলী পালনকারী এবং ০৩ জন আজীবন ব্রত প্রার্থী সিস্টার বিগত ৬০, ৫০, ২৫ এবং ৬ বছর ধরে উদারভাবে সংঘের ও মণ্ডলীর জন্য বিভিন্ন ক্ষেত্রে আনন্দ চিত্তে নিঃস্বার্থভাবে সেবা দিয়ে আসছেন। তাদেরকে বাংলাদেশ মণ্ডলীর পক্ষ থেকে আন্তরিক অভিনন্দন ও প্রাণঢালা শুভেচ্ছা জানান। তিনি আরো বলেন তাদের ঘিরেই আজকের, এই আনন্দোৎসব, তারা প্রত্যেকেই মণ্ডলীর প্রীতি উপহার।

খ্রিস্টযাগে সহভাগিতা করেন ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের সহকারী বিশপ সুব্রত বনিফাস গমেজ। তিনি তার উপদেশে বলেন- এসএমআরএ সিস্টারগণ যাজকীয় আহ্বানের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন, এ কথা এক বাক্যে এখানে উপস্থিত অধিকাংশ যাজক স্বীকার করবেন এবং আমি নিজেও স্বীকার করছি। তিনি আরও বলেন, পুণ্যপিতা ফ্রান্সিস ২৪ ডিসেম্বর জুবিলী বর্ষের সূচনা করেছেন। জুবিলী হলো ধন্যবাদ, কৃতজ্ঞতা, জীবন নবীকরণ এবং জীবন মূল্যায়নের উপলক্ষ্য। এখানে উৎসবকারী সিস্টারগণ বিভিন্ন পর্যায়ের জুবিলী আর ৩ জন চিরব্রত পালন করছেন, তারা শিক্ষকতা, নার্সিং, গঠন কাজে ও আশ্রমে বিভিন্ন পুন্যকর্ম সম্পন্ন করছেন, অনেকের জীবন স্পর্শ করছেন, যারা অন্ধকারে ছিলো তাদের আলোতে নিয়ে এসেছেন, যারা অবিশ্বাসে ছিলো তাদের মধ্যে বিশ্বাসের বীজ বপন করেছেন, যারা পাপের পথে ছিলো তাদের পরিত্রাণের পথ দেখিয়েছেন।

খ্রিস্ট জুবিলীর সাথে আপনারা জুবিলী করছেন তা ভাগ্যের ব্যাপার। আমাদের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে আমরা সবাই ভালোবাসার তীর্থযাত্রী। তিনি ইংরেজী "R" alphabet নিয়ে কথা বলেন, Remember, Repentant, Rest, Restore & Rejoice. ব্রতীয় জীবনের মাপকাঠি ৩টি ব্রত- দরিদ্রতা, বাধ্যতা ও শুচিতা। ব্রতীয় জীবন ভালোবাসার জীবন। এ জীবনে বাধ্যতার অনুশীলন করা এবং এ জগতে খ্রিস্টের স্বাক্ষী হতে তিনি অনুপ্রাণিত করেন। খ্রিস্টযাগের পরপরই সংঘ কর্ত্রী সিস্টার মেরী শুভ্রা, উৎসবকারী ভগ্নিদের মালা ও মুকুট পরিয়ে দেন। খ্রিস্টযাগে অংশগ্রহণকারী সকলের জন্য ছিলো জলযোগের ব্যবস্থা এবং নিমন্ত্রিত অতিথিদের জন্য প্রীতি ভোজের ব্যবস্থা। মধ্যাহ্ন ভোজের শেষে উৎসবকারীদের জন্য আকর্ষণীয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। তাদের ফুলের শুভেচ্ছা দেওয়া হয় ও অভিনন্দন জ্ঞাপন করা হয়। এর মধ্যদিয়ে এ অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়।

শান্তিরাণী সংঘে রজত ও সুবর্ণ জয়ন্তী উদ্‌যাপন এবং প্রথম ব্রত গ্রহণানুষ্ঠান

সিস্টার এডলিন ও সিস্টার মার্থা সিআইসি

গত ৬ জানুয়ারি ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ "দূতগণের রাণী মারীয়ার নির্মল হৃদয়ের কাটেখিস্ট সন্ন্যাস সংঘের" জন্য ছিল এক বিশেষ অনুগ্রহ আশীর্বাদ, আনন্দ, ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের দিন। কারণ এই দিনে ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশ, দিনাজপুর, রাজশাহী ও সিলেট ধর্মপ্রদেশ থেকে আগত ৬ জন নবীস বোন সন্ন্যাস জীবনে প্রথম ব্রত গ্রহণের মধ্যদিয়ে শান্তিরাণী সংঘে যোগদান করেছেন, অতি আনন্দের সহিত ৩ জন সিস্টার রজত জয়ন্তী এবং ৪ জন সিস্টার সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব উদ্‌যাপন করেছেন।

ব্রতগ্রহণকারী সিস্টারগণ হলেন-

সিস্টার সিথী তেরেজা কস্তা - তুমিলিয়া ধর্মপল্লী, ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশ।

সিস্টার নিপা বেনেডিক্টা তিগ্যা- লোহানীপাড়া ধর্মপল্লী, দিনাজপুর ধর্মপ্রদেশ।

সিস্টার রুনা হাঁসদা- ধানজুরি ধর্মপল্লী, দিনাজপুর ধর্মপ্রদেশ।

সিস্টার রুমালী সুশান্না সরেন - মুন্ডুমালা ধর্মপল্লী, রাজশাহী ধর্মপ্রদেশ।

সিস্টার মারীয়া গরেট্রি হাঁসদা - চাঁনপুকুর ধর্মপল্লী, রাজশাহী ধর্মপ্রদেশ।

সিস্টার শর্মিলা কার্মেলা গাড্ডী - শ্রীমঙ্গল ধর্মপল্লী, সিলেট ধর্মপ্রদেশ।

সুবর্ণ জয়ন্তী উদ্‌যাপনকারী সিস্টারগণ:-

১। সিস্টার আগষ্টিনা রোজারিও, সিআইসি ধরেন্ডা ধর্মপল্লী, ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশ থেকে। তিনি বিভিন্ন ধর্মপ্রদেশে পালকীয় সেবাকাজ করেছেন। বর্তমানে বিভিন্ন অসুস্থতা ও বার্ধক্যজনিত কারণে ঢাকা মনিপুরীপাড়া আশ্রমে অবস্থান করছেন।

২। সিস্টার মুকুল রিতা রোজারিও, সিআইসি ধরেন্ডা ধর্মপল্লী, ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশ থেকে। ব্রতীয় জীবনে ৫০টি বছরে বেশীর ভাগ সময় তিনি দিনাজপুর, রাজশাহী ও খুলনা ধর্মপ্রদেশের বিভিন্ন স্কুলে ও হোষ্টেলে শিক্ষকতা ও গঠন দানের কাজে নিয়োজিত ছিলেন। বর্তমানে তিনি ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের ফাওকাল ধর্মপল্লীতে, আশ্রমকর্ত্রী ও স্কুলে প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করছেন।

৩। সিস্টার এডভিজে রোজারিও, সিআইসি দড়িপাড়া ধর্মপল্লী, ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশ থেকে। তিনি একজন অত্যন্ত দক্ষ নার্স। জীবনের বেশীর ভাগ সময় তিনি দিনাজপুর, রাজশাহী ও ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের বিভিন্ন আশ্রমের আশ্রমকর্ত্রী ও ডিস্পেন্সারীর মধ্যদিয়ে স্বাস্থ্য সেবা দান করেছেন। বর্তমানে তিনি দিনাজপুরের খালিপপুর ধর্মপল্লীতে আশ্রমকর্ত্রী ও ডিস্পেন্সারীর দায়িত্ব পালন করছেন।

৪। সিস্টার বেনিগ্না মুর্মু, সিআইসি

সুরশুনিপাড়া ধর্মপল্লী, রাজশাহী ধর্মপ্রদেশ থেকে। তিনি দিনাজপুর ও রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের বিভিন্ন ধর্মপল্লীতে থেকে তার জীবনের বেশীর ভাগ সময় বাণী প্রচারের কাজে অতিবাহিত করেছেন। শারীরিক ও মানসিক ভারসাম্যহীনতার কারণে তিনি বর্তমানে মাতৃগৃহে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

রজত জয়ন্তী পালনকারী ৩জন সিস্টারগণ

১। সিস্টার জোসতিনা খালকো, সিআইসি ঠাকুরগাও ধর্মপল্লী, দিনাজপুর ধর্মপ্রদেশ থেকে। বর্তমানে তিনি দিনাজপুর পালকীয় কেন্দ্রে সেবা দিয়ে যাচ্ছেন।

২। সিস্টার জ্যোৎস্না এলিজাবেথ মণ্ডল, সিআইসি- কার্পাসডাঙ্গা ধর্মপল্লী, খুলনা ধর্মপ্রদেশ থেকে। বর্তমানে তিনি দিনাজপুরের পাথরঘাটা ধর্মপল্লীর স্কুলে প্রধান শিক্ষক ও আশ্রমকর্ত্রীর দায়িত্ব পালন করছেন।

৩। সিস্টার রুমা রোজলিন রোজারিও, সিআইসি- দড়িপাড়া ধর্মপল্লী, ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশ থেকে। বর্তমানে তিনি ইতালীর ভালমাদ্রেরার একটি ধর্মপল্লীতে পালকীয় সেবাদান করে যাচ্ছেন।

উক্ত আনন্দঘন মহতী দিনে মহাসমারোহে শোভাযাত্রার মধ্য দিয়ে দিনাজপুর ধর্মপ্রদেশের ক্যাথিড্রাল গির্জায় মহাখ্রিস্টযাগে পৌরহিত্য করেন দিনাজপুর ধর্মপ্রদেশের বিশপ সেবাষ্টিয়ান টুডু, সঙ্গে ছিলেন বিশপ জের্ভাস রোজারিও, বিশপ রমেন বৈরাগী, ফাদার ফ্রান্সিসকো রাপাচেলি এবং বিভিন্ন ধর্মপ্রদেশ থেকে আগত বিপুল সংখ্যক ফাদার। পবিত্র খ্রিস্টযাগে বিভিন্ন ধর্মসংঘের বিপুল সংখ্যক সিস্টার, ব্রাদার, খ্রিস্টভক্তগণ এবং সিস্টারদের পিতা-মাতা, ভাই-বোন ও আত্মীয়-স্বজন উপস্থিত ছিলেন। খ্রিস্টযাগের পর কীর্তনের মাধ্যমে সিস্টারদের এবং অতিথিগণকে মাতৃগৃহে নিয়ে যাওয়া হয় এবং অতি মনোরম ও সৃজনশীল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নবীন এবং জুবিলী উদ্‌যাপনকারী সিস্টারদের ও অতিথিদের শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করা হয়। অনুষ্ঠানে আরো ছিল বিভিন্ন কৃষ্টি-সংস্কৃতির আকর্ষণীয় নৃত্য এবং বিশপগণের শুভেচ্ছা জ্ঞাপন। মহতী দিনের মধ্যমনি সিস্টারগণের অনুভূতি প্রকাশ এবং সংঘকর্ত্রীর ধন্যবাদ জ্ঞাপন। পরিশেষে মধ্যাহ্ন প্রীতিভোজের মধ্যদিনে দিনের সমাপ্তি হয়।

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

প্রতিবেশী'র বার্ষিক চাঁদা পরিশোধ করেছেন কি?

সিস্টার মারীনুয়েল রোজারিও এমসি'র ব্রতীয় জীবনের সুবর্ণ জয়ন্তী পালন

রক রোনাল্ড রোজারিও

রাঙ্গামাটিয়া পবিত্র যীশু হৃদয় ধর্মপল্লীতে মিশনারিজ অব চ্যারিটি সম্প্রদায়ের সিস্টার মারীনুয়েল রোজারিও এমসি'র ব্রতীয় জীবনের সুবর্ণ জয়ন্তী পালিত হয়েছে ১১ জানুয়ারি ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, শনিবার।

সকালে বাদ্য বাজনা সহযোগে আত্মীয়-স্বজন ও গ্রামবাসী শোভাযাত্রা করে সিস্টার মারীনুয়েলকে নিজ বাড়ি হতে গির্জা প্রাঙ্গনে নিয়ে যান। সকাল সাড়ে দশটায় জুবিলীর বিশেষ খ্রিস্টযাগ অর্পণ করেন সিস্টার মারীনুয়েলের স্কুল সহপাঠী এবং ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের জ্যেষ্ঠ পুরোহিত ফাদার থিওটোনিয়াস প্রশান্ত রিরেরু। সহার্পিত খ্রিস্টযাগে আরো উপস্থিত ছিলেন ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিত ফাদার আলবিন গমেজ, ফাদার অজিত ভিক্টর কস্তা ওএমআই, ফাদার রবি রবার্ট রোজারিও ওএমআই, ফাদার লেনার্ড শংকর রোজারিও সিএসসি এছাড়াও এমসি ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের কয়েকজন সিস্টার, আত্মীয়-স্বজন ও ধর্মপল্লীবাসীসহ শতাধিক খ্রিস্টভক্ত খ্রিস্টযাগে অংশগ্রহণ করেন।

ফাদার থিওটোনিয়াস প্রশান্ত রিরেরু তার উপদেশ বাণীতে বলেন, "মহাকালের হিসাবে পঞ্চাশ বছর হয়তো কিছুই নয়, কিন্তু একজন মানুষের জীবনের জন্য অনেক কিছু। আর তা যদি হয় ব্রতীয় জীবনে মানব সেবায় নিবেদিত পঞ্চাশ বছর তাহলে তা একটি বিরাট অর্জন। এ মাইলফলক অর্জনের জন্য সিস্টার মারীনুয়েলকে অভিনন্দন ও সাধুবাদ জানাই।"

সিস্টার মারীনুয়েল তার জীবনে অষ্টকল্যাণ বাণীকে ধারণ ও পালন করেছেন এবং আমাদের জন্য আদর্শ স্থাপন করেছেন।"

খ্রিস্টযাগে সিস্টার মারীনুয়েল মাদার তেরেজা প্রতিষ্ঠিত মিশনারিজ অব চ্যারিটি সম্প্রদায়ে তার ব্রত বাণী নতুনভাবে সকলের সামনে উচ্চারণ করেন। খ্রিস্টযাগের পর সিস্টার মারীনুয়েলকে গান সহযোগে ফুলের মালা, ফুলের তোড়া এবং উপহার প্রদানের মাধ্যমে সুবর্ণ জয়ন্তীর শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করা হয়।

সুবর্ণ জয়ন্তীর অনুভূতি প্রকাশ করতে গিয়ে তিনি বলেন, "আমরা প্রাইমারি স্কুলে মোট ২৩ জন ছিলাম এবং আমাদের মধ্য থেকে ৬ জন সিস্টার হয়েছে এবং ছেলেদের মধ্য থেকে ফাদার প্রশান্ত যাজক হয়েছেন। আমি আমার গ্রুপের জন্য গর্বিত। আমি আমার জীবনের জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাই। আমি সিস্টার হিসেবে বিভিন্ন স্থানে কাজ করেছি নানান প্রতিকূলতা মোকাবেলা করেছি। বিনিময়ে অনেক মানুষের ভালোবাসা পেয়েছি।"

এরপর মিশন কমিউনিটি সেন্টারে সংক্ষিপ্ত মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সাংস্কৃতিক আয়োজনের পর আত্মীয়-স্বজন এবং অতিথিবৃন্দ সিস্টার মারীনুয়েলকে উপহার প্রদান করেন এবং আশীর্বাদ গ্রহণ করেন। মধ্যাহ্নভোজের মাধ্যমে জয়ন্তী উৎসবের সমাপ্তি ঘটে।

উল্লেখ্য সিস্টার মারীনুয়েল রোজারিও এমসি রাঙ্গামাটিয়া ধর্মপল্লীর ছোট সাতানী পাড়া, গজাইরাগো বাড়ির সন্তান। তিনি বিভিন্ন দেশে মিশনারী হিসেবে কাজ করে বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়াতে কর্মরত আছেন।

বনপাড়া ধর্মপল্লীতে বিবাহিত জীবনের ২৫ ও ৫০ বছরের জুবিলী উদ্‌যাপন

লর্ড রোজারিও

বনপাড়া ধর্মপল্লীর বিভিন্ন গ্রামের ১৪ জোড়া দম্পত্তিদের নিয়ে অনুষ্ঠিত হলো বিবাহিত জীবনের ২৫ ও ৫০ বছরের জুবিলী অনুষ্ঠান। এতে ৫০ বছরের সুবর্ণ জয়ন্তী উদ্‌যাপন করে ২ জোড়া দম্পত্তি এবং ১২ জোড়া দম্পত্তি রজত জয়ন্তী উদ্‌যাপন করেন। এদিন সকালে খ্রিস্টযাগে প্রধান পৌরোহিত্য করেন রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের ধর্মপাল বিশপ জের্ভাস রোজারিও এবং তাকে সহায়তা করেন ধর্মপল্লীর পালপুরোহিতসহ ৬ জন ফাদার।

খ্রিস্টযাগে উপদেশ বাণীতে বিশপ মহোদয় বলেন,"আমাদের নাজারেথের পবিত্র পরিবারের আদর্শ নিয়ে সে অনুযায়ী পথ চলতে হবে। জুবিলী হলো ঈশ্বরকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানানোর দিন। তাই এদিনে আপনাদের সুন্দর জীবনের জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাই। পবিত্র বাইবেলে আজ আমরা শুনেছি যিশু ও তাঁর মায়ের কথে াপকথন। আমরাও অনেক সময় আমাদের সন্তানদের কথা বুঝতে পারি না কিন্তু হৃদয়ে ধারণ করি। আসুন, আজ নিজেদের সংসার জীবনের জন্য ঈশ্বরের আশীর্বাদ ও অনুগ্রহ যাচনা করি।"

খ্রিস্টযাগের শেষে পালপুরোহিত ফাদার দিলীপ এস. কস্তা বলেন, "আজ আমরা অত্যন্ত আনন্দিত কারণ ১৪ জোড়া দম্পতিদের নিয়ে পরিবার দিবস উদ্‌যাপন করছি এবং তাই ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানিয়েছি। বিশপ মহোদয় ও অন্যান্য ফাদারগণকে তাদের উপস্থিতির জন্য ধন্যবাদ জানাই। আপনাদের কাছে অনুরোধ করবো সন্তানদের ধর্মীয় জীবনে প্রবেশ করতে অনুপ্রাণিত করবেন।"

লক্ষ্মীবাজার খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ
স্থাপিত : ৪-৪-২০০২ খ্রীঃ, রেজি. নং-১৯৮/২০০৮
৬১/১ সুবাস বোস এভিনিউ, লক্ষ্মীবাজার, সূত্রাপুর, ঢাকা-১১০০, বাংলাদেশ।
ফেইসবুক পেইজ : https://www.facebook.com/LCCCULTD
ই-মেইল : lcccu.ltd@gmail.com, মোবাইল : ০১৭৯৮-২১৭৩৫০

Luxmibazar Christian Co-operative Credit Union Ltd.
Estd. : 4-4-2002, Reg. No. 198/2008
61/1 Subash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Bangladesh.
Facebook : https://www.facebook.com/LCCCULTD
Email : lcccu.ltd@gmail.com, Mobile : 01798-217350

স্মারক নংঃ lcccultd. বিজ্ঞপ্তি/৩৮৭/২৪ তারিখঃ ০১লা ডিসেম্বর, ২০২৪ খ্রীষ্টাব্দ

লক্ষ্মীবাজার খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ

স্থাপিত : ৪-৪-২০০২ খ্রিস্টাব্দ, রেজি. নং- ১৯৮/২০০৮
৬১/১, সুবাস বোস এভিনিউ, লক্ষ্মীবাজার, সূত্রাপুর, ঢাকা-১১০০, বাংলাদেশ।

২০তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

(১ জুলাই ২০২৩ খ্রী: হতে ৩০ জুন ২০২৪ খ্রী: পর্যন্ত)

এতদ্বারা লক্ষ্মীবাজার খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ এর সম্মানিত সকল সদস্য/সদস্যাদের জানানো যাচ্ছে যে, অত্র ক্রেডিট ইউনিয়নের ২০তম বার্ষিক সাধারণ সভা আগামী ২৪শে জানুয়ারী ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, রোজ শুক্রবার, সকাল ১০.০০ ঘটিকায় আর্চবিশপ টি.এ. গাঙ্গুলী মেমোরিয়াল হল-এ (৬১/১ সুবাস বোস এভিনিউ, লক্ষ্মীবাজার সূত্রাপুর, ঢাকা-১১০০) অনুষ্ঠিত হবে।

সকল সদস্য/সদস্যাদের ক্রেডিট পাস বই সহ ২০তম বার্ষিক সাধারণ সভায় যথাসময়ে উপস্থিত থাকার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হচ্ছে।

সভার কর্মসূচী ঃ

১. ক) উপস্থিতি।
   খ) উদ্বোধনী প্রার্থনা।
   গ) আসন গ্রহণ।
   ঘ) জাতীয় পতাকা ও সমবায় পতাকা উত্তোলন।
২. সভাপতির স্বাগত বক্তব্য।
৩. ১৯তম বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণী পেশ ও অনুমোদন।
৪. ম্যানেজিং কমিটির কার্যবিবরণী পেশ ও অনুমোদন।
৫. হিসাব বিবরণী পেশ ও অনুমোদন।
   ক) প্রাপ্তি-প্রদান হিসাব; খ) লাভ-ক্ষতি হিসাব; গ) লাভ-ক্ষতি আবন্টন হিসাব; ঘ) উদ্বৃত্তপত্র।
৬. বাজেট (আয় ব্যয়) পর্যালোচনা ও অনুমোদন।
৭. নিরীক্ষা প্রতিবেদন পর্যালোচনা ও অনুমোদন।
৮. ক্রেডিট কমিটির কার্যবিবরণী পেশ ও অনুমোদন।
৯. সুপারভাইজরী কমিটির কার্যবিবরণী পেশ ও অনুমোদন।
১০. বিবিধ।
১১. সহ-সভাপতি কর্তৃক ধন্যবাদ জ্ঞাপন ও সমাপ্তি ঘোষণা।
১২. লটারী ড্র (কোরামপূর্তি লটারী)
১৩. জলযোগ।

(উইলসন রিবেরু)
চেয়ারম্যান
লক্ষ্মীবাজার খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ

(থিওটোনিয়াস রিন্টু গমেজ)
সেক্রেটারী
লক্ষ্মীবাজার খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ সমবায় সমিতি আইন ২০০৪ এর ধারা ৩৭ মোতাবেক কোন সদস্য/সদস্যা সমিতিতে শেয়ার ও ঋণ খেলাপী হলে বা সদস্য পদ সংক্রান্ত অন্য কোন পাওনা বকেয়া থাকিলে উহা পরিশোধ না করা পর্যন্ত উক্ত সদস্য/সদস্যা সাধারণ সভায় তাহার অধিকার প্রয়োগ করিতে পারিবে না।

বিজ্ঞ/১৫/২৫

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

কারিতাস বাংলাদেশ একটি জাতীয় পর্যায়ের স্থানীয় অলাভজনক উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান, যা সমাজ কল্যাণ ও উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড বাস্তবায়ন করে। মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি (MRA) দ্বারা (নিবন্ধন নং ০০০৩২-০০২৮৬-০০১৮৪ তারিখ ১৬ মার্চ, ২০০৮) নিবন্ধনের মাধ্যমে ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দ হতে কারিতাস বাংলাদেশ, প্রোগ্রাম অংশীদারদের অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের জন্য বাংলাদেশের গ্রামীণ এলাকাগুলোতে ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচির কার্যক্রম শুরু করে। এই প্রতিষ্ঠানের ঢাকা অঞ্চলের আওতাধীন ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচিতে জরুরী ভিত্তিতে নিম্নলিখিত পদে নিয়োগ ও প্যানেল তৈরীর জন্য যোগ্য প্রার্থীদের নিকট হতে দরখাস্ত আহবান করা হচ্ছে। প্রার্থীর যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা ও শর্তাবলী সমূহ নিম্নরূপঃ

পদের বিবরণ	শিক্ষাগত যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা ও অন্যান্য যোগ্যতা
১) **পদের নাম ঃ ক্রেডিট অফিসার (সিএমএফপি)** **পদ সংখ্যা ঃ** ০৪ টি **বয়স ঃ** ২২-৩৫ বছর (৩১/০১/২০২৫ খ্রিস্টাব্দ অনুযায়ী)। **বেতন ঃ** শিক্ষানবীশকালে সর্বসাকুল্যে ১৫,০০০/- (পনেরো হাজার) টাকা।	• এইচ.এস.সি পাশ। • গ্রাম/প্রত্যন্ত অঞ্চলে অবস্থান করে দরিদ্র মানুষের সাথে কাজ করার মানসিকতা থাকতে হবে। • মাঠ পর্যায়ে ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম বাস্তবায়নে অভিজ্ঞতা আছে এমন প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।
২) **পদের নাম ঃ কেয়ারটেকার-কাম-কুক (সিএমএফপি)** **পদ সংখ্যা ঃ** ০১ টি **বয়স ঃ** ২২-৩৫ বছর (৩১/০১/২০২৫ খ্রিস্টাব্দ অনুযায়ী) **বেতন ঃ** শিক্ষানবীশকালে সর্বসাকুল্যে ১২,০০০/-(বারো হাজার টাকা।	• ন্যূনতম অষ্টম শ্রেণী পাশ হতে হবে। • রান্নার কাজে বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। • অফিস রক্ষণাবেক্ষণের কাজে পারদর্শী হতে হবে। • মাঠ পর্যায়ের অফিসে অবস্থান করে কাজ করার মানসিকতা থাকতে হবে।

সুবিধাদি ঃ চাকুরী স্থায়ীকরণের পর সংস্থার নিয়ম অনুযায়ী অন্যান্য সুযোগ সুবিধা যেমন পিএফ, গ্র্যাচুইটি, ইন্স্যুরেন্স স্কীম, হেল্‌থ কেয়ার স্কীম এবং বৎসরে দু'টি বোনাস প্রদান করা হবে।

কর্মস্থল ঃ মুন্সিগঞ্জ, ঢাকা, নারায়নগঞ্জ ও গাজীপুর জেলাধীন সিরাজদিখান, লৌহজং, শ্রীনগর, নবাবগঞ্জ, রূপগঞ্জ, আড়াইহাজার, কাপাসিয়া এবং কালীগঞ্জ উপজেলা।

আবেদনের শর্তাবলী ঃ

১. আঞ্চলিক পরিচালক বরাবর আবেদনের জন্য আবেদন পত্রে যে সকল বিষয়গুলো অবশ্যই উল্লেখ থাকতে হবে ঃ ক) প্রার্থীর নাম খ) পিতার নাম/স্বামীর নাম গ) মাতার নাম ঘ) জন্ম তারিখ ঙ) বর্তমান ঠিকানা/যোগাযোগের ঠিকানা চ) স্থায়ী ঠিকানা ছ) মোবাইল নম্বর জ) শিক্ষাগত যোগ্যতা ঝ) ধর্ম ঞ) জাতীয়তা ট) বৈবাহিক অবস্থা ঠ) চাকুরীর অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে বর্তমান ও পূর্ববর্তী প্রতিষ্ঠানের নাম, ঠিকানা, কর্মরত তত্ত্বাবধায়ক/ব্যবস্থাপকের নাম, পদবী, ই-মেইল এডড্রেস ও মোবাইল নম্বর আবেদনে উল্লেখ করতে হবে। চাকুরীর অভিজ্ঞতা নেই এমন প্রার্থীদের ক্ষেত্রে (পরিবারের সদস্য কিংবা আত্মীয় নন) দুই জন রেফারেন্স এর নাম, ঠিকানা, ই-মেইল এডড্রেস, মোবাইল ফোন নম্বর ও আবেদনকারীর সাথে সম্পর্ক উল্লেখ করতে হবে (এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ/নিজ স্কুল/ কলেজ অথবা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ইত্যাদি)।

২. আবেদনপত্রের সাথে অবশ্যই শিক্ষাগত যোগ্যতার সকল সনদপত্রের অনুলিপি, জাতীয় পরিচয় পত্র (NID), চারিত্রিক সনদ পত্র ও সদ্য তোলা ২ (দুই) কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি জমা দিতে হবে।

৩. কারিতাসে চাকুরীরত প্রার্থীকে যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে। ছাত্র-ছাত্রীদের আবেদন করার দরকার নাই।

৪. চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত প্রার্থীদের উপযুক্ত মূল্যের 'নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে' প্রার্থীর এলাকার ও পরিচিত দুই জন গণ্যমান্য ব্যক্তিকে 'নির্বাচিত ব্যক্তি কর্তৃক আর্থিক অনিয়ম সৃষ্টি হলে তার দায় বহন করতে সম্মত রয়েছেন'- এ মর্মে লিখিত অঙ্গীকার প্রদান করতে হবে।

৫. নির্বাচিত প্রার্থীকে ৬ (ছয়) মাস শিক্ষানবীশকাল হিসেবে নিয়োগ দেয়া হবে তবে প্রয়োজনে আরও ০৩ (তিন) মাস বাড়ানো যেতে পারে। শিক্ষানবীশকাল সন্তোষজনক সমাপনান্তে স্থায়ী নিয়োগ দেয়া হবে এবং সংস্থার নিয়ম অনুযায়ী বেতন/ভাতাদি প্রদান করা হবে ।

৬. ১নং পদের ক্ষেত্রে নির্বাচিত প্রার্থীকে কাজে যোগদানের পূর্বে জামানত হিসেবে ১০,০০০/-(দশ হাজার) টাকা ও ২নং পদের নির্বাচিত প্রার্থীকে ২,০০০/- (দুই হাজার) টাকা জামানত হিসাবে জমা দিতে হবে, যা চাকুরী শেষে সুদসহ ফেরতযোগ্য। এছাড়াও, ১নং পদের জন্য নির্বাচিত প্রার্থীকে সকল শিক্ষাগত যোগ্যতার মূল সনদপত্র কারিতাস ঢাকা আঞ্চলিক অফিসে জমা রাখতে হবে।

৭. ধুমপান ও নেশা দ্রব্য গ্রহণে অভ্যস্তদের আবেদন করার প্রয়োজন নেই।

৮. প্রাথমিক বাছাইয়ের পর কেবলমাত্র যোগ্য প্রার্থীদের বর্তমান ঠিকানায় লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য ইন্টারভিউ কার্ড ইস্যু করা হবে।

৯. ব্যক্তিগত যোগাযোগকারী বা কারোর মাধ্যমে সুপারিশকৃত প্রার্থীগণ অযোগ্য বলে বিবেচিত হবে।

১০. আবেদনপত্র আগামী ০৬/০২/২০২৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে নিম্নলিখিত ঠিকানায় ডাকযোগে/ কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে পৌছাঁতে হবে। সরাসরি কোন আবেদনপত্র গ্রহণ করা হবে না। পদের নাম খামের উপর স্পষ্ট করে লিখতে হবে।

১১. ত্রুটিপূর্ণ/ অসম্পূর্ণ আবেদনপত্র কোন কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে বাতিল বলে গণ্য হবে।

১২. এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি কোন কারণ দর্শানো ব্যতীত পরিবর্তন, স্থগিত বা বাতিল করার অধিকার কর্তৃপক্ষ সংরক্ষণ করেন।

১৩. নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিটি www.caritasbd.org ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

কারিতাস বাংলাদেশ সকল ব্যক্তির মর্যাদা এবং অধিকার রক্ষায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ বিশেষভাবে, বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠির মর্যাদা ও অধিকারকে স্বীকৃতি প্রদানে সর্বদা দায়বদ্ধ থাকতে সচেষ্ট। কারিতাস বাংলাদেশের বিভিন্ন কার্যক্রমে সকল প্রকল্প অংশগ্রহণকারী, শিশু, যুবা ও প্রাপ্ত বয়স্ক বিপদাপন্ন ব্যক্তিগণের সুরক্ষার বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দিয়েই বিভিন্ন কর্মসূচি ও কার্যক্রম পরিচালনা করতে বদ্ধপরিকর। কারিতাস বাংলাদেশের কোন কর্মী, প্রতিনিধি, অংশীদারীদের দ্বারা শিশু ও প্রাপ্ত বয়স্ক বিপদাপন্ন ব্যক্তিগণের যে কোন ধরণের ক্ষতি, যৌন নির্যাতন, যৌন হয়রানি, যৌন নিপীড়ন ও শোষণমূলক কর্মকান্ড সংঘঠিত হলে তা কারিতাস বাংলাদেশের শূণ্য সহ্য নীতিমালায় (Zero Tolerance) বর্ণিত শাস্তির আওতাভূক্ত হবে।

আবেদনের ঠিকানা

আঞ্চলিক পরিচালক

কারিতাস ঢাকা অঞ্চল

১/সি, ১/ডি, পল্লবী, সেকশন-১২, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬।

"Caritas Bangladesh is an Equal opportunity employer"

বিজ্ঞ/১৯/২৫

খরগোশ ও তার বন্ধুরা

একদা এক সময় বনে এক খরগোশ বাস করতো। সেই খরগোশটির অনেক বন্ধু-বান্ধব ছিলো। খরগোশটি মনে-প্রাণে বিশ্বাস করতো যে, তার বিপদের সময় তার বন্ধুরাই তাকে সাহায্য করবে। একদিন, একটি দুষ্ট কুকুর খরগোশটিকে তাড়া করতে শুরু করলো। খরগোশটি তার নিজের জীবন বাঁচাতে জোরে-জোরে দৌড়াতে লাগলো। পথের মধ্যে তার পুরানো বন্ধু ষাঁড়-এর সাথে দেখা হওয়ায় খরগোশটি তাকে বাঁচাতে অনুরোধ করলো। কিন্তু ষাঁড়টি উত্তরে বললো, সে এখন অনেক ব্যস্ত, কারণ তাকে তার বউ এর সাথে দেখা করতে যেতেই হবে। সে নদীর ধারে তার জন্য অপেক্ষা করছে। তার যে বন্ধুরা বনে আছে, তাদের কাছে সাহায্য চাওয়ার পরামর্শ দিয়েই ষাঁড়টি বিদায় নিলো। আর বললো যে, তাদের একজন হয়তো নিশ্চয় তাকে সাহায্য করবে। এরপর, তার দেখা হলো তার বন্ধু ঘোড়ার সাথে। তাকেও একইভাবে খরগোশটি অনুরোধ করলো যেন কুকুরকে তাঁড়িয়ে দিয়ে তার জীবন রক্ষা করে। ঘোড়াও তাকে বললো, বন্ধু এখন আমি খুবই ব্যস্ত। আমি আমার হারিয়ে যাওয়া সন্তানকে খুঁজছি। আমি নিশ্চিত করেই বলতে পারি যে, তোমার অন্যান্য বন্ধু তোমাকে সাহায্য করবে। এই বলে ঘোড়াটিও চলে গেলো। এরপর এমন করে অনেকের কাছেই সাহায্য চাইলো, মহিষ, জেব্রা, এবং আরও অনেক শক্তিশালী প্রাণীদের কাছে। কিন্তু তার অনুরোধ কেউই রক্ষা করতে রাজি হলো না। কুকুরটি খরগোশটিকে শিকারের জন্য প্রায় তার কাছেই চলে আসলো; এমন সময় কোন উপায় না পেয়ে খরগোশটি কাছের এক গর্তে ঢুকে পড়লো। আর কুকুরটিও খরগোশটিকে না দেখতে পেয়ে ফিরে চলে গেলো। এভাবেই নিরীহ খোরগোশটি রক্ষা পেলো।

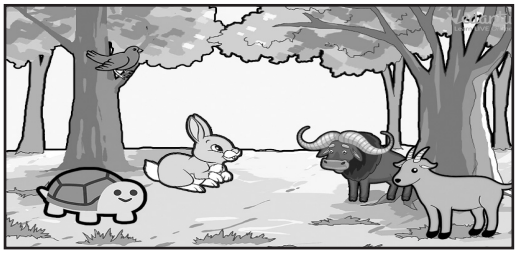

নীতিকথা: অনেক বন্ধু-বান্ধব থাকার চেয়ে একজন সত্যিকারের বন্ধু থাকাই যথেষ্ট। বন্ধুরা, বিপদে পড়লে বন্ধুর পরিচয় মেলে ॥

মূল : The Hare with Many Friends

Source : Short Educational Stories

ভাষান্তর : ফাদার নোবেল জেভিয়ার পাথাং

কেমন তোমার ছবি এঁকেছি!

এই মিনতি করি মাগো

কার্মেল পেরেরা

আজ আমরা নতুন গির্জার উদ্বোধন
উদ্‌যাপন করছি,
সবাইকে জানাই নতুন বছরে অভিনন্দন!
বহুদিনের লালিত স্বপন্ন হয়েছে পূরণ,
হে প্রভু অন্তরের ভালোবাসা দিয়ে পূজিব
তোমার চরণ।
নতুন গির্জার প্রতিপালিকা পেয়েছি
মা স্বর্গোন্নীতা,
গ্রামবাসি সবাই মাকে পেয়ে বড়ই গর্বিতা
ঈশ্বর আমাদের একটি নতুন গির্জা করেছে দান
কি দিয়ে দেব তার প্রতিদান?
আমাদের গ্রামে থাকবেনা কোন
হিংসা-অহংকার
মিলেমিশে থাকবে সকল পরিবার।
আবার গড়ে তুলব একটি ঐতিহ্যবাহী গ্রাম,
চারিদিকে ছড়িয়ে পারবে তার সুনাম।
বৃদ্ধ-প্রৌড়-যুব সমাজ করবে
খ্রিস্টযাগে যোগদান,
গির্জার পবিত্রতা বজায় রাখতে
সবাই হব আগোয়ান।
মা, তুমি সঙ্গে থাকলে থাকবেনা কোন ভয়
যতই বাঁধা বিপত্তি আসুক করব সবই জয়।
মাগো তোমার অভয় দানে,
সান্ত্বনা যেন পায় সবার প্রাণে।
গ্রামে সবাই মিলেমিশে করব সব কাজ।
নতুন করে গড়ে তুলব খ্রিস্টীয় মিলন-সমাজ।
থাকবেনা গ্রামে কোন দলাদলি, কোন্দল,
সবার সহযোগিতায় বয়ে আনবে গ্রামের মঙ্গল
নতুন গির্জায় গড়ে উঠুক বিভিন্ন সংঘ সমিতি,
থাকবেনা কোন ভয় ভীতি।
নতুন বছরে নতুন চেতনার
উদ্দীপনা নিয়ে যাব এগিয়ে,
মা তোমার প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা
দিনে দিনে তুলব বাড়িয়ে।
প্রতি ঘরে ঘরে সন্ধ্যায় করব জপমালা প্রার্থনা,
দূর হয়ে যাবে পরিবারের সব জ্বালা যন্ত্রণা।
যুবকরা হও সচেতন
নতুন গির্জার প্রাঙ্গনে আবার গড়ে তোল
সাংস্কৃতিক আয়োজন
বিগত বছরের জরা-জীর্ণ দূর হয়ে
যাক সবার মন থেকে
স্বর্গোন্নীতা মা আমাদের আশীর্বাদ কর স্বর্গ হতে
তুমি মা স্বর্গের দ্বার, সঙ্গে নিও তুলে,
একথা যেওনা কিন্তু ভুলে।
মাগো তোমার কাছে রইল সবার আকুতি
পূরণ করিও সবার মিনতী।

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

বাসা এন্টারপ্রাইজেস লিঃ একটি হস্তশিল্প প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান।
প্রতিষ্ঠানটিতে জরুরী ভিত্তিতে কিছু নির্দিষ্ট পদের জন্য মহিলা নিয়োগ দেওয়া হবে।

পদের নাম	স্থান	পদের সংখ্যা	বেতন	শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা
সেলস এন্ড মার্কেটিং ম্যানেজার	ঢাকা	১ (মহিলা)	আলোচনা সাপেক্ষে	স্নাতক (নূন্যতম ০৫ বছরের অভিজ্ঞতা)
সাইট ম্যানেজার	ঢাকা	১ (মহিলা)	আলোচনা সাপেক্ষে	স্নাতক (নূন্যতম ০২ বছরের অভিজ্ঞতা)
সাইট ম্যানেজার	টাঙ্গাইল	১ (মহিলা)	আলোচনা সাপেক্ষে	স্নাতক (নূন্যতম ০২ বছরের অভিজ্ঞতা)
প্রোডাকশন মেনটর (জুয়েলারী)	ঢাকা	১ (মহিলা)	আলোচনা সাপেক্ষে	মাধ্যমিক/ উচ্চ মাধ্যমিক (নূন্যতম ০১ বছরের অভিজ্ঞতা)

যোগাযোগঃ

বাসা এন্টারপ্রাইজেস লিঃ

ইমেল: info@bashaboutique.com, joy.bashaboutique@gmail.com

০১৬৭৮৫৭৮৪২৩

৬এ/বি, ২য় কলোনি, মাজার রোড,

মিরপুর-১, ঢাকা-১২১৬

বিজ্ঞ/১৭/২৫

রাঙ্গামাটিয়া পবিত্র যীশু হৃদয় ধর্মপল্লীর শতবর্ষ পূর্তি জুবিলী উৎসব উপলক্ষে লটারী ড্র এর ফলাফল নম্বর

Prize List	Prize Particulars	Lottary No	Prize List	Prize Particulars	Lottary No	Prize List	Prize Particulars	Lottary No
1st	Laptop	34273	35th	Electric Cattley	46095	69th	Electric Cattley	29950
2nd	Freez	83185	36th	Electric Cattley	44596	70th	Electric Cattley	1547
3rd	LED TV	70095	37th	Electric Cattley	81801	71st	Electric Cattley	38890
4th	Smart Phone	69660	38th	Electric Cattley	38131	72nd	Electric Cattley	49654
5th	Micro-Oven	92957	39th	Electric Cattley	62876	73rd	Electric Cattley	81062
6th	Electric Cattley	36854	40th	Electric Cattley	38252	74th	Electric Cattley	94889
7th	Electric Cattley	77456	41st	Electric Cattley	1700	75th	Electric Cattley	42188
8th	Electric Cattley	46988	42nd	Electric Cattley	34061	76th	Electric Cattley	89783
9th	Electric Cattley	96658	43rd	Electric Cattley	38291	77th	Electric Cattley	11598
10th	Electric Cattley	70621	44th	Electric Cattley	161	78th	Electric Cattley	42260
11th	Electric Cattley	98054	45th	Electric Cattley	69672	79th	Electric Cattley	81284
12th	Electric Cattley	3407	46th	Electric Cattley	33400	80th	Electric Cattley	81168
13th	Electric Cattley	30112	47th	Electric Cattley	11435	81st	Electric Cattley	94561
14th	Electric Cattley	46867	48th	Electric Cattley	69935	82nd	Electric Cattley	33805
15th	Electric Cattley	76930	49th	Electric Cattley	39669	83rd	Electric Cattley	69683
16th	Electric Cattley	92916	50th	Electric Cattley	34512	84th	Electric Cattley	32906
17th	Electric Cattley	35561	51st	Electric Cattley	8851	85th	Electric Cattley	3754
18th	Electric Cattley	78028	52nd	Electric Cattley	11146	86th	Electric Cattley	69976
19th	Electric Cattley	60898	53rd	Electric Cattley	81227	87th	Electric Cattley	77882
20th	Electric Cattley	90837	54th	Electric Cattley	90496	88th	Electric Cattley	46111
21st	Electric Cattley	34688	55th	Electric Cattley	83005	89th	Electric Cattley	94004
22nd	Electric Cattley	82012	56th	Electric Cattley	32396	90th	Electric Cattley	49844
23rd	Electric Cattley	76816	57th	Electric Cattley	10010	91st	Electric Cattley	5016
24th	Electric Cattley	10430	58th	Electric Cattley	757	92nd	Electric Cattley	30209
25th	Electric Cattley	57	59th	Electric Cattley	36564	93rd	Electric Cattley	96243
26th	Electric Cattley	34938	60th	Electric Cattley	25041	94th	Electric Cattley	38374
27th	Electric Cattley	86012	61st	Electric Cattley	94165	95th	Electric Cattley	11595
28th	Electric Cattley	1802	62nd	Electric Cattley	10038	96th	Electric Cattley	92584
29th	Electric Cattley	47699	63rd	Electric Cattley	13767	97th	Electric Cattley	89961
30th	Electric Cattley	29079	64th	Electric Cattley	2179	98th	Electric Cattley	37543
31st	Electric Cattley	78263	65th	Electric Cattley	199	99th	Electric Cattley	34320
32nd	Electric Cattley	28451	66th	Electric Cattley	33073	100th	Electric Cattley	26016
33rd	Electric Cattley	17593	67th	Electric Cattley	80476			
34th	Electric Cattley	96480	68th	Electric Cattley	10170			

বিজ্ঞ/২২/২৫

চড়াখোলায় 'স্বর্গোন্নীতা রাণী মারীয়া গীর্জা'র আশীর্বাদ ও শুভ উদ্বোধন

সুনীল পেরেরা: তুমিলিয়া ধর্মপল্লীর অন্তর্গত চড়াখোলা গ্রামে নব নির্মিত স্বর্গোন্নীতা রাণী মারীয়া গীর্জা আশীর্বাদ ও শুভ উদ্বোধন করা হয় ২০২৫ খ্রিস্টাব্দের ৩ জানুয়ারি। সকাল ৯:৩০ মিনিটে প্রার্থনা ও আশীর্বাদের মধ্য দিয়ে গীর্জার প্রধান দ্বার উন্মোচন করেন মহামান্য আর্চবিশপ বিজয় এন ডি'ক্রুজ, ওএমআই, বাংলাদেশে ভাতিকানের রাষ্ট্রদূত আর্চবিপশ কেভিন রানডাল ও মহামান্য কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি' রোজারিও, সিএসসি। পবিত্র জল সিঞ্চন করেন মহামান্য কার্ডিনাল ও আর্চবিশপ মহোদয়। সঙ্গে ছিলেন বাংলাদেশে ফিলিপাইনের রাষ্ট্রদূত নিনা পাদিলা কেইংলেট, ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের চ্যান্সেলার ফাদার মিল্টন কোড়াইয়া, বিভিন্ন ধর্মসংঘের প্রধানগণ, অর্ধশত যাজক, ব্রাদার, সিস্টার সাড়ে তিন হাজার খ্রিস্টভক্ত। দূর দূরান্ত থেকে আগত অতিথিতে ভরপুর ছিল গীর্জা প্রাঙ্গণ। খ্রিস্টযাগে পৌরোহিত্য করেন আর্চবিশপ বিজয় এন ডি'ক্রুজ। সঙ্গে ছিলেন আর্চবিশপ কেভিন রানডাল ও মহামান্য কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও। সহায়তা করেন তুমিলিয়া ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিত ফাদার যাকোব স্বপন গমেজ।

পবিত্র খ্রিস্টযাগের উপদেশবাণীতে আর্চবিশপ বিজয় সবাইকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করে এই গীর্জা নির্মাণের প্রেক্ষাপট তুলে ধরেন। তিনি বলেন, চড়াখোলা গ্রামের যারা কুয়েতে কর্মরত ছিলেন তারা চড়াখোলা প্রবাসী কল্যাণ সমিতির সভাপতি গাব্রিয়েল কস্তার নেতৃত্বে গির্জা নির্মাণের পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। গ্রামবাসীর সহায়তায় এবং দাতাদের উদার দানের ফসল এই গীর্জা। আমরা এই পবিত্র মন্দিরে ঈশ্বরের বাণী শুনব, তাঁকে ভালোবাসব এবং একদিন আমরা শাশ্বত জীবন লাভ করব। এই প্রার্থনা গৃহ হয়ে উঠুক সকল জাতির মানুষের উপাসনালয় ও পুণ্যগৃহ।

শেষ প্রার্থনা ও আশীর্বাদের পর গীর্জা উদ্বোধন উপলক্ষে প্রকাশিত স্মরণিকা'র মোড়ক উন্মোচন করেন আর্চবিশপ বিজয় সহ অন্যান্য ধর্মীয় প্রধানগণ। সঙ্গে ছিলেন স্মরণিকা প্রকাশনা কমিটির আহ্বায়ক ফাদার রনাল্ড গাব্রিয়েল কস্তা।

খ্রিস্টযাগ শেষে গীর্জার বাইরে আনন্দ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে কবুতর এবং বেলুন উড়িয়ে অনুষ্ঠানকে আরো প্রাণবন্ত করা হয়। সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে নৃত্যগীতের মধ্য দিয়ে অতিথিদের মাল্যদানের মধ্যে দিয়ে বরণ করা হয়। এ পর্বে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন ফাদার যাকোব স্বপন গমেজ, কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও, সহকারি বিশপ সুব্রত বনিফাস গমেজ, আর্চবিশপ কেভিন রানডাল, প্রধান অতিথি আর্চবিশপ বিজয় এন ডি'ক্রুজ এবং অন্যান্য অতিথিবৃন্দ। সবশেষে ধন্যবাদ বক্তব্য প্রদান করেন গীর্জা কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান মি: সুনীল পেরেরা।

মধ্যাহ্ন ভোজের পর বিকালে সুনীল পেরেরা রচিত ও পরিচালিত এবং রিপন আব্রাহাম টলেন্টিনু চিত্রায়িত ও সম্পাদিত 'প্রত্যাশার স্বপ্নপূরণ' তথ্যচিত্রটি প্রদর্শিত হয়। এরপর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে নাচ গানের পর পরিবেশন করা হয় 'ইছামতীর বাঁকে' ও 'স্বর্গোন্নীতা রাণী মারীয়া' গীতিনাট্য। সবশেষে লটারী ড্র অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানের সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন ফাদার সনি রোজারিও এবং গীর্জা কমিটির সদস্যগণ ও গ্রামবাসী।

তুমিলিয়া ধর্মপল্লীতে শিশু ও এনিমেটরদের প্রাক-বড়দিন উদ্‌যাপন

সিস্টার মেরী তৃষিতা এসএমআরএ: ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশীয় পবিত্র শিশুমঙ্গল কমিটি এবং স্বাগতিক ধর্মপল্লীর উদ্যোগে "যীশুর ছোট্ট শিশুরাও একেকজন খুদে প্রেরণকর্মী" এই মূলসুরের আলোকে বিগত ১৩ ডিসেম্বর, শুক্রবার তুমিলিয়া ধর্মপল্লীতে শিশু ও এনিমেটরদের নিয়ে প্রাক বড়দিনের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতেই সবাইকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করে পবিত্র খ্রিস্টযাগ অর্পণ করেন তুমিলিয়া ধর্মপল্লীর সহকারি পালপুরোহিত ফাদার রনাল্ড গাব্রিয়েল কস্তা। খ্রিস্টযাগের পর শিশুরা শ্রেণিভিত্তিক অংকন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। এরপর ছিল এনিমেটরদের নিজের হাতে তৈরি বড়দিনের পিঠার স্টল ও তাঁরা প্রতিযোগিতা এবং টিফিন বিরতির পর ছিল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের শুরুতে ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশীয় পবিত্র শিশু মঙ্গল কমিটির সেক্রেটারি সিস্টার মেরী তৃষিতা সবাইকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন। শিশুদের পরিবেশনায় আনন্দময় নিগূঢ়তত্ত্বের অভিনয়, কীর্তন, নৃত্য ও সঙ্গীত অত্যন্ত সুন্দরভাবে উপস্থাপন করা হয়। অনুষ্ঠান শেষে বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। অনুষ্ঠানে ২৯০ জন শিশু, ৬০ জন এনিমেটর, ৪ জন সিস্টার এবং ২ জন ফাদার অংশগ্রহণ করেন। শিশু মঙ্গল সেমিনার সার্থক, সুন্দর ও ফলপ্রসূ করার জন্য ফাদার যাকোব স্বপন গমেজ, ফাদার রনাল্ড গাব্রিয়েল কস্তা, সিস্টারগণ ও এনিমেটরগণ সর্বাত্মক সাহায্য সহযোগিতা করেন। অনুষ্ঠান শেষে বড়দিনে শিশু যিশুকে পবিত্র অন্তরে বরণ করার শুভ প্রেরণা এবং চেতনা নিয়ে শিশু ও এনিমেটরগণ নিজ নিজ পরিবারে ফিরে যান।

লেখক আলেক রোজারিও'র ৩টি বইয়ের শুভ মোড়ক উম্মোচন-২০২৪

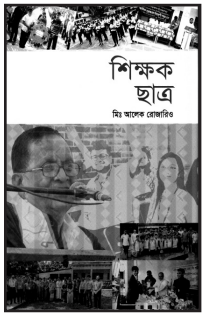

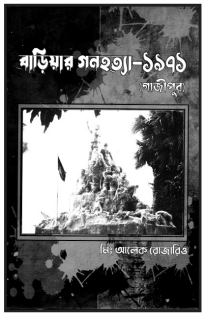

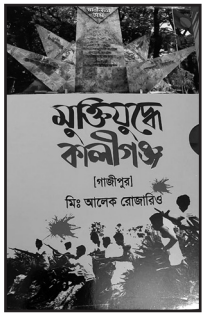

২০ ডিসেম্বর রোজ শুক্রবার সকাল ১০ ঘটিকায় লেখক আলেক রোজারিও'র তিনটি বই এর শুভ মোড়ক উম্মোচন হয় লেখকের নিজ পিত্রালয়ে। এতে সভাপতিত্ব করেন ফাদার বনিফাস সুব্রত কুলেন্তোনু, প্রধান অতিথি ছিলেন কালীগঞ্জ উপজেলার বীর মুক্তিযোদ্ধাগণ, নাট্যকার লেখক জগতের ফারুক আহম্মদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভাষক ফাদার ড. তপন রোজারিও, গাজীপুরের বিশিষ্ট লেখক ইজাজ আহম্মদ মিলন, গাজীপুর কলেজের অধ্যক্ষ লেখক শ্রী মুকুল কুমার মল্লিক, নটর ডেম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসক ফাদার আদম পেরেরা। খ্রিস্টমণ্ডলীর নেতৃবৃন্দ এবং তুমিলিয়া বালক উচ্চ বিদ্যালয়ের স্বর্গীয় প্রাক্তন প্রধান শিক্ষকের একান্ত আপনজনেরা (স্বর্গীয় প্রাক্তন প্রধান শিক্ষকের আদর্শের জয়গান দিয়ে 'শিক্ষক-ছাত্র' বইটি প্রেরণা সম্মিলিত করে লেখা হয়) ও এলাকার বিশিষ্ট জন উপস্থিত ছিলেন।

কালীগঞ্জ উপজেলার সকল বীর মুক্তিসেনাদের ফুলের মালা দিয়ে সম্বর্ধনা জানানো হয়। তালিকাভুক্ত নয় এমন বীর মুক্তিযোদ্ধাদের ও মুক্তিযুদ্ধের অবদান রাখার বীরত্বের ক্রেস্ট দিয়ে সম্মাননা জ্ঞাপন করা হয়।

বক্তাগণ লেখকের প্রশংসাসহ মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে জাগরিত করার লক্ষ্যে আলোকপাত করেন ও শিক্ষক-ছাত্র বইটি নিয়ে শিক্ষক-ছাত্রদের আত্মনির্ভরশীল হতে আহ্বানসহ শিক্ষার মাধ্যমে সমাজ পরিবর্তন করতে তাগিদ করেন। পরিশেষে চা চক্র ও খাদ্য বিতরণের মধ্য দিয়ে সমাপ্ত হয় অনুষ্ঠান।

বিজ্ঞ/১৬/২৫

"সঞ্চয় আমাদের মূল লক্ষ্য, দারিদ্র্য দূরীকরণ আমাদের স্বপ্ন"

নাগরী খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ
NAGARI CHRISTIAN CO-OPERATIVE CREDIT UNION LTD.
(Established: 1962, Registration No. 23/84, Amended: 16/24)

সূত্র: এনসিসিসিইউএল ২০২৫/০১/১৮৯০ তারিখ: ১৪/০১/২০২৫খ্রী:

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

নাগরী খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ এর ব্যবস্থাপনা পরিষদের ৩য় বোর্ড সভার গৃহীত সিদ্ধান্ত মোতাবেক নিম্ন লিখিত পদ সমূহে দক্ষ ও অভিজ্ঞতা সম্পন্ন প্রার্থী নিয়োগ প্রদান করা হবে। সংশ্লিষ্ট পদের জন্য যোগ্যতা, অভিজ্ঞতাসহ অন্যান্য শর্তাবলী নিম্নে প্রদান করা হলো:

ক্র: ন:	পদের নাম	পদের সংখ্যা	শিক্ষাগত যোগ্যতা	বয়স	লিঙ্গ	বেতন	অভিজ্ঞতা ও অন্যান্য
১	জুনিয়র অফিসার-ক্যাশ	১জন	কমপক্ষে ডিগ্রি/স্নাতক ২য় বর্ষে অধ্যায়নরত	২২-৩৫ বছর	পুরুষ /মহিলা	নাগরী খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ-এর বেতন স্কেল অনুযায়ী।	➢ ক্রেডিট ইউনিয়ন/আর্থিক প্রতিষ্ঠান/ সেবা মূলক প্রতিষ্ঠানের কাজে ১ (এক) বৎসরের অভিজ্ঞতা। ➢ হিসাব-নিকাশে দক্ষতা থাকতে হবে। ➢ কম্পিউটার অপারেটিং-এ (এম.এস. অফিস) জ্ঞান থাকা জরুরী। রিপোর্ট তৈরীর ক্ষেত্রে পারদর্শী হতে হবে। ➢ সফটওয়্যারের মাধ্যমে কালেকশন সম্পর্কে জ্ঞান থাকতে হবে। ➢ ক্রেডিট ইউনিয়ন সম্পর্কে জ্ঞান থাকতে হবে।
২	ড্রাইভার	১জন	ন্যূনতম ৮ম শ্রেনী পাশ হতে হবে।	২৫-৪০ বছর	পুরুষ	নাগরী খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ-এর বেতন স্কেল অনুযায়ী।	➢ যেকোন প্রতিষ্ঠানে কমপক্ষে ৩ বছর সংশ্লিষ্ট কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। ➢ Duty Schedule অনুযায়ী রাতে অফিসে থাকা বাধ্যতামূলক।

আগ্রহী প্রার্থীদের আবেদনপত্র আগামী ০৯/০২/২০২৫খ্রীঃ তারিখ দুপুর ১:৩০ ঘটিকার মধ্যে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পৌছাতে হবে।

শুভেচ্ছান্তে,

বিদ্যুৎ ভিক্টর এসেনসন
সেক্রেটারী-ব্যবস্থাপনা পরিষদ
নাগরী খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ

আবেদনপত্র পাঠাবার ঠিকানা
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা
নাগরী খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ
নাইট ভিনসেন্ট ভবন
ডাকঘর: নাগরী. উপজেলা: কলীগঞ্জ. জেলা: গাজীপুর।

অনুলিপি: ১. চেয়ারম্যান/ভাইস-চেয়ারম্যান/সেক্রেটারী/ট্রেজারার/পরিচালকবৃন্দ, ২. ঋণদান কমিটি/অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ কমিটি, ৩. প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ৪. নোটিশ বোর্ড, ৫. নাগরী ধর্মপল্লীর গির্জা, ৬. অফিস কপি।

বিজ্ঞ/১৮/২৫

"সঞ্চয় আমাদের মূল লক্ষ্য, দারিদ্র্য দূরীকরণ আমাদের স্বপ্ন"

নাগরী খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ

NAGARI CHRISTIAN CO-OPERATIVE CREDIT UNION LTD.

(Established: 1962, Registration No. 23/84, Amended: 16/24)

সূত্রঃ এনসিসিসিইউএল ২০২৫/০১/১৮৯১ তারিখ: ১৪/০১/২০২৫খ্রী:

বন্ধকী জমি বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা নাগরী খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ এর সকল সম্মানিত সদস্য/সদস্যাদের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, ৬২তম বার্ষিক সাধারণ সভার সিদ্ধান্ত এবং ব্যবস্থাপনা পরিষদের ৩য় বোর্ড সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক খেলাপী হ্রাস কল্পে ঋণ খেলাপী সদস্যদের ঋণের বিপরীতে যে জমি সমিতিতে বন্ধক/আম-মোক্তর দেয়া রয়েছে সেই সকল জমি বিক্রয় করে ঋণের টাকা সমন্বয় করা হবে।

গ্রাম/মৌজাঃ পারারটেক, পানজোরা, তিরিয়া, নাগরী, ধনুন, বাগদী, গাড়ারিয়া, লুদুরিয়া।

বিঃদ্রঃ আগ্রহী প্রকৃত ক্রেতাদের অতি সত্বর নিম্ন লিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করে মৌজা অনুযায়ী তফসিল, জমির পরিমাণ ও অন্যান্য কাগজপত্র দেখার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

যোগাযোগের ঠিকানাঃ
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা / এসিস্ট্যান্ট অফিসার-ল্যান্ড ম্যানেজমেন্ট
নাগরী খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ
Email: nagari_cccu@yahoo.com, Mobile: 01871228856

জমি বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলের সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে নিম্ন তফসিল বর্ণিত জমি বিক্রয় করা হবে। আগ্রহী প্রকৃত ক্রেতাদের অতি সত্বর নিম্ন লিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। **বিঃদ্রঃ জমি ক্রয় এর ক্ষেত্রে অত্র সমিতির সদস্য/সদস্যাদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে।**

জমির তফসিল
জেলা ঃ গাজীপুর, থানাঃ কালীগঞ্জ
মৌজাঃ করান
খতিয়ান নং ঃ আর.এস-২৩ ও ৩৪, **দাগ নং-ঃ** আর.এস-১০১, ১০২, ১০৩, ১০৫, ১৩০
জমির পরিমাণ ঃ ৭২ শতাংশ

যোগাযোগের ঠিকানাঃ
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা
নাগরী খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ
ফোন: ০১৭১৬৮৯৮৯২৯, Email: nagari_cccu@yahoo.com

সমবায়ী শুভেচ্ছান্তে,

ফিলিপ গমেজ
চেয়ারম্যান-ব্যবস্থাপনা পরিষদ
নাগরী খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ

বিদ্যুৎ ভিক্টর এসেনসন
সেক্রেটারী-ব্যবস্থাপনা পরিষদ
নাগরী খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ

অনুলিপি: ১. চেয়ারম্যান/ভাইস-চেয়ারম্যান/সেক্রেটারী/ট্রেজারার/পরিচালকবৃন্দ, ২. ঋণদান কমিটি/অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ কমিটি, ৩. প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ৪. নোটিশ বোর্ড, ৫. নাগরী ধর্মপল্লীর গির্জা, ৬. অফিস কপি।

বিজ্ঞ/২০/২৫

Address: P.O.: Nagari, Upazila: Kaligonj, Dist.: Gazipur, Bangladesh
Mobile: 01716898929, E-mail: nagari_cccu@yahoo.com

পরলোকে - স্বর্গধামে প্রয়াত যোসেফ ডি'কস্তা

জন্ম : ১০ ডিসেম্বর ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দ, মৃত্যু : ২৭ ডিসেম্বর ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ

প্রয়াত যোসেফ ডি'কস্তা (কানাডার স্থায়ী বাসিন্দা) মাউছাইদ মিশনের হারবাইদ গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। তিনি গত ২০১৮ খ্রিস্টাব্দের ২৬ ডিসেম্বর রাত ১:১০ মিনিটে (২৭ ডিসেম্বর) কানাডার টরেন্টো-র "স্কারবোরো গ্রেস" হাসপাতালে বার্ধক্যজনিত কারণে ৮৮ বছর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

তিনি যৌবনে ১৯ বছর চট্টগ্রামের কাপ্তাই-এ পানি উন্নয়ন বোর্ডে সরকারী চাকরী করেন ও পরবর্তীতে ১৯ বছর মধ্যপ্রাচ্যের বাহরাইনে বড় কোম্পানিতে চাকুরী করেন। তিনি একজন দক্ষ হেভী ক্রেন অপারেটর ছিলেন। দীর্ঘ ৩৮ বছর চাকুরী জীবন শেষে ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দে তিনি অবসর নেন। তিনি ৩ পুত্র ও ৩ কন্যা সন্তানের জনক। সব ছেলে-মেয়েদের সঠিকভাবে লেখাপড়া ও বিয়েশাদী দেওয়ার পর, সব দায়িত্ব পালন শেষে ২০১৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে স্ত্রীক কানাডায় বড় ছেলের পরিবারের সাথে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকেন।

অত্যন্ত মৃদুভাষী, সদালাপী, দয়ালু, সৎ মানুষ হিসাবে তিনি পরিচিত ছিলেন। তিনি এক বর্ণাঢ্যময় জীবনের অধিকারী ছিলেন। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে তিনি ভ্রমণ করেছেন। গত ২০১৬ খ্রিস্টাব্দে তার মেঝো পুত্র ড. ফাদার লিন্টু ডি'কস্তার Phd-র পাবলিক ডিফেন্স অনুষ্ঠানে স্ত্রীক রোম যান। সে সময় তিনি পাদুয়ার সাধু আন্তনীর তীর্থস্থানে যান। তাছাড়া রোম, ভাতিকান, ভেনিস, ফ্লোরেন্স ও বলোনিয়া ইত্যাদি এলাকা পরিদর্শন করেন। প্রার্থনায় তার ছিল অগাধ বিশ্বাস।

মৃত্যুকালে তিনি রেখে যান ২ ভাই, ২ বোন, বিধবা স্ত্রী, ৩ পুত্র, ৩ কন্যা, ১১ জন নাতি-নাতনী ও ১ নাতবৌ। দেশ-বিদেশে তার রয়েছে অসংখ্য গুণমুগ্ধ আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধব। তিনি প্রয়াত ফাদার ইগ্নাসিয়াস কমল ডি'কস্তার বড় ভাই ও বর্তমান শুলপুর ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিত ফাদার লিন্টু ডি'কস্তার বাবা। ঈশ্বর তাকে ঐশজীবন দান করুন।

তার মৃত্যু পরবর্তী সময়ে যারা যেভাবে দেশ-বিদেশে আমাদের সহযোগিতা করেছেন তাদের প্রত্যেকের প্রতি রইল কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ। তার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার কাজে যারা সহযোগিতা করেছেন বিশেষতঃ ফাদার, ব্রাদার, সিস্টার ও গ্রামবাসী সবাইকে জানাই ধন্যবাদ।

শোকার্ত পরিবারের পক্ষে ও কৃতজ্ঞতায় —

বড় ছেলে : লিও ডি'কস্তা ও পরিবার (কানাডা প্রবাসী)
বড় মেয়ে : লিলি ডি'কস্তা ও পরিবার (কানাডা প্রবাসী)
মেঝো মেয়ে : লিপি ডি'কস্তা ও পরিবার (লক্ষীবাজার)
মেঝো ছেলে : ফাদার লিন্টু ডি'কস্তা (শুলপুর ধর্মপল্লী)
ছোট মেয়ে : লাকী ডি'কস্তা ও পরিবার (মনিপুরীপাড়া)
ছোট ছেলে : লিটন ডি'কস্তা ও পরিবার (লন্ডন প্রবাসী)

বিজ্ঞ-১৪/২০২৫

২১তম মৃত্যুবার্ষিকী

প্রয়াত ফাদার ইগ্নেসিয়াস কমল ডি'কস্তা

জন্ম : ৯ সেপ্টেম্বর ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ২০ জানুয়ারি ২০০৪ খ্রিস্টাব্দ

বছর ঘুরে আবার ফিরে এলো সেই ২০ জানুয়ারি যেদিন তুমি সবাইকে ফাঁকি দিয়ে কাঁদিয়ে না ফেরার দেশে চলে গেলে। বিগত বছরগুলোতে প্রতিটি মুহূর্তে তোমার কথা অনুভব করেছি। স্বর্গ থেকে আমাদের ও সবার জন্য আশীর্বাদ কর যেন একদিন আমরা ঈশ্বরের পথে থেকে প্রভুর রাজ্যে তোমার সাথে মিলিত হতে পারি। ঈশ্বর তোমাকে চিরশান্তি দান করুন।

ফাদার লিন্টু এফ কস্তা
ও পরিবারবর্গ

শ্রদ্ধাঞ্জলি

প্রয়াত আগ্নেশ ডি'কস্তা
জন্ম: ১৪ এপ্রিল, ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ৭ জানুয়ারি ২০২২ খ্রিস্টাব্দ
হারবাইদ, গাজীপুর।

পরম করুণাময়ের ইচ্ছায় তুমি তোমার সাজানো সংসার, সন্তান, পরিজন অসংখ্য আত্মীয়-স্বজনদের শোক সাগরে ভাসিয়ে চলে গেছো না ফেরার দেশে।

আমাদের মা আগ্নেশ ডি'কস্তা ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে ১৪ এপ্রিল তুমিলিয়া ধর্মপল্লীর বান্দাখোলা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা প্রয়াত পেদ্রু কস্তা ও মাতা আনেতা ছেড়াও। তারা ছিলেন দুই ভাই ও তিন বোন। হাইস্কুলে পড়াকালীন সময়ে তিনি মাত্র ১৪ বছর ৭ মাস বয়সে ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দে তৎকালীন মাউছাইদ ধর্মপল্লীর হারবাইদ গ্রামে যোসেফ ডি'কস্তার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। তিন ছেলে ও তিন কন্যা অর্থাৎ ছয় সন্তানের জননী। ২০১৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে স্বামীসহ কানাডার টরেন্টোতে স্থায়ী নাগরিক হিসেবে সন্তানদের কাছে থাকতেন।

তার স্বামী গত ৩ বছর আগে ২০১৮ খ্রিস্টাব্দে ৮৭ বছর বয়সে কানাডায় মৃত্যুবরণ করেছেন ও দেশে নিজ গ্রামে, নিজ মিশনে সমাধিস্থ হয়েছেন। তার ৬ সন্তানের মধ্যে ১ মেয়ে ও ১ ছেলে কানাডায় এবং ১ ছেলে ইংল্যান্ডে সপরিবারে বসবাস করছে। আর বাকী ২ কন্যা ঢাকায় থাকেন। আমাদের স্নেহময়ী মায়ের এক ছেলে ড. ফাদার লিন্টু ফ্রান্সিস ডি'কস্তা বর্তমানে শুলপুর মিশনের পাল-পুরোহিতের দায়িত্বে আছেন। মা গত ২০২১ খ্রিস্টাব্দ ১৯ ডিসেম্বর বাংলাদেশে বেড়াতে এসে আবারও অসুস্থ হয়ে পড়েন। তিনি হৃদরোগে ভুগছিলেন। চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি ২০২২ খ্রিস্টাব্দের ৭ জানুয়ারি বাংলাদেশ মেডিক্যাল হাসপাতালে আইসিইউতে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি তার স্বামীসহ অত্যন্ত বর্ণাঢ্য জীবন যাপন করেছেন।

আমার মায়ের দু'টি অমূল্য উপদেশ –

** এমন কোন কাজ করবে না, যার দ্বারা পিতা-মাতার অসম্মান হবে। * যে কোন বিপদে-আপদে মা মারীয়া ও সাধু আন্তনীর কাছে প্রার্থনা করবে।*

স্বামীর চাকুরির সুবাদে ১৪ বছর চট্টগ্রামের কাপ্তাইয়ে বাস করেছেন। পরবর্তীতে ঢাকায় এবং শেষ জীবনে জ্যেষ্ঠ সন্তানদ্বয়ের কাছে কানাডার টরেন্টোতে বসবাস করেছেন। তিনি ইন্ডিয়া, ইংল্যান্ডের নানা স্থানে, ইটালির রোম, বলোনিয়া, পাদুয়া, কানাডার টরেন্টো, মন্ট্রিয়েলসহ নানা স্থানে পরিভ্রমণ করেছেন। অত্যন্ত প্রার্থনাপূর্ণ জীবন ছিল তার।

তিনি নিজ মিশনের ও গ্রামের আজীবন কুমারী মারীয়ার সেনাসংঘের একজন ভগ্নি ছিলেন। যেখানেই যেতেন সেখানেই ঈশ্বরের বাণী প্রচারে তার চেষ্টা অব্যাহত ছিল এবং পরিবারে সান্ধ্যকালীন মালাপ্রার্থনা করতে সকলকে উৎসাহিত করতেন। অত্যন্ত গুণী, সুন্দরী এই সফল মা আজ আর আমাদের মাঝে নেই। ৭৭ বছর বয়সে তিনি ঈশ্বরের ডাকে সাড়া দিয়ে তাঁরই ইচ্ছানুসারে নিজ গ্রামে, নিজ মিশনে স্বামীর পাশে চিরনিদ্রায় শায়িত আছেন। ঈশ্বর তাকে অনন্ত শান্তি দান করুন।

তাঁর অসুস্থতায়, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায়, শেষ খ্রিস্টযাগে, সমাধির সময় ও পরবর্তী রিচুয়ালগুলো পালনে যারা সর্বদা পাশে থেকেছেন, সান্ত্বনা দিয়েছেন তাদের মধ্যে শ্রদ্ধেয় আর্চবিশপ, ফাদার, সিস্টার, ব্রাদার, সকল গ্রামবাসী, মিশনবাসী, আত্মীয়-বন্ধু-বান্ধব সবাইকে জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ

আপনারা সকলে আমাদের মায়ের জন্য প্রার্থনা করবেন। ধন্যবাদান্তে

লিও লরেন্স ডি'কস্তা ও পরিবার (কানাডা)
লিলি এলিজাবেথ কস্তা ও পরিবার (কানাডা)
লিপি হেলেন কস্তা ও পরিবার (ঢাকা)
ড. ফাদার লিন্টু ডি'কস্তা
লাকী মনিকা কস্তা ও পরিবার (ঢাকা)
লিটন চার্লস ডি'কস্তা ও পরিবার (ইংল্যান্ড)

বর্ষ ৮৫ ❖ সংখ্যা - ০২
THE WEEKLY PRATIBESHI
Issue - 02
Regd. No. DA-33
❖ 19 - 25 January, 2025, ৫ - ১১ মাঘ, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ

BOOK POST

তীর্থ তীর্থ তীর্থ

জপমালা রাণী মারীয়ার তীর্থ মন্দিরে তীর্থ

স্থান : জপমালা রাণী মারীয়ার তীর্থ মন্দির, রাজারামপুর, দিনাজপুর

তারিখ : ৩১ জানুয়ারি, রোজ: শুক্রবার, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ

খ্রিস্টেতে শ্রদ্ধেয় ফাদারগণ, সিস্টারগণ, ব্রাদারগণ ও খ্রিস্টভক্ত ভাই ও বোনেরা,
আসছে ৩১ জানুয়ারি, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, রোজ শুক্রবার, আমরা দিনাজপুর ধর্মপ্রদেশের সকল খ্রিস্টভক্তগণ জপমালা রাণী মারীয়ার তীর্থ মন্দিরে মহাসমারোহে তীর্থ উৎসব উদ্‌যাপন করতে যাচ্ছি। উক্ত তীর্থ মহা-উৎসবে আপনি/আপনারা জপমালা রাণী মারীয়ার তীর্থে যোগদান করে মাতা মারীয়ার প্রতি আপনার/আপনাদের বিশেষ প্রার্থনা, ভক্তি, মানত ও উদ্দেশ্য নিবেদন করে নিজের, পরিবারের, জগতের শান্তি ও কল্যাণের জন্যে বিশেষ উদ্দেশ্য খ্রিস্টযাগে নিবেদন করতে পারেন। তীর্থ অনুষ্ঠানে যোগদান করতে আপনারা সকলে সাদরে আমন্ত্রিত।
উক্ত দিনে তীর্থের মহা খ্রিস্টযাগ অনুষ্ঠিত হবে দুইটি, যথাক্রমে সকাল ৯টা এবং ১১টায়।
তীর্থের বিশেষ প্রস্তুতিস্বরূপ ২১ থেকে ২৯ জানুয়ারি, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত প্রতিদিন বিকাল ৪টায় নভেনা ও পবিত্র খ্রিস্টযাগের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এ ছাড়াও আপনাদের নিজ নিজ ধর্মপল্লী এবং প্রতিষ্ঠানে আপনাদের সুবিধামত নভেনা আয়োজন করতে পারেন। উক্ত তীর্থ উৎসবকে কেন্দ্র করে তীর্থে যোগদানের জন্য আপনারা সবাই আমন্ত্রিত।

ধন্যবাদান্তে
ফাদার আন্তনী সেন
আহ্বায়ক
জপমালা রাণী মারীয়ার তীর্থ উদ্‌যাপন কমিটি
দিনাজপুর, কাথলিক ধর্মপ্রদেশ
রাজারামপুর, দিনাজপুর।

বি: দ্র: তীর্থ বিষয়ক যে কোন প্রয়োজনে তীর্থ উদ্‌যাপন কমিটির আহ্বায়ক ফাদার আন্তনী সেন এর সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা যাচ্ছে। মোবাইল : ০১৭১৫৪১১৯৭৩

বিজ্ঞ-০১/২০২৫

সুখবর ! সুখবর ! ! সুখবর ! ! !

নভেম্বর-এ পাওয়া যাচ্ছে – ২০২৫ খ্রিস্টাব্দের বাইবেলভিত্তিক খ্রিস্টীয় ক্যালেন্ডার, দৈনিক বাণীবিতান, প্রার্থনাবিতান, ক্রুশ, মেডেল, বড়দিনের কার্ড, গোশালা ঘর। এছাড়াও রয়েছে খ্রিস্টমণ্ডলীর বিভিন্ন মূল্যবান বই। অতি শীঘ্রই যোগাযোগ করুন এবং অর্ডার দিন।

- খ্রিস্টযাগ রীতি
- খ্রিস্টযাগ উত্তরদানের লিফলেট
- ঈশ্বরের সেবক থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলীর বই
- এক মলাটে নির্বাচিত কলামগুচ্ছ
- যুগে যুগে গল্প
- সমাজ ভাবনা
- প্রণাম মারীয়া : দয়াময়ী মাতা
- বাংলাদেশে খ্রীষ্টমণ্ডলীর পরিচিতি
- খ্রিস্টমণ্ডলী ও পালকীয় কর্মকাণ্ড (১ম ও ২য় খণ্ড)
- বাংলাদেশে খ্রিস্টধর্ম ও খ্রিস্টমণ্ডলীর ইতিকথা
- স্বচক্ষে দেখা পবিত্র বাইবেলের মহিমা

অতিসত্ত্বর যোগাযোগ করুন।

-যোগাযোগের ঠিকানা -

খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র
৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষীবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৪৭১১৩৮৮৫

প্রতিবেশী প্রকাশনী (সাব-সেন্টার)
হলি রোজারি চার্চ
তেজগাঁও, ঢাকা

প্রতিবেশী প্রকাশনী (সাব-সেন্টার)
সিবিসিবি সেন্টার
২৪/সি আসাদ এভিনিউ, মোহম্মদপুর, ঢাকা

প্রতিবেশী প্রকাশনী (সাব-সেন্টার)
নাগরী পো: অ: সংলগ্ন
গাজীপুর।

Edited & Published by **Fr. Bulbul Augustine Rebeiro,** Christian Communications Centre, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Bangladesh, Phone : (880-2) 47113885, Printed at Jerry Printing, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Phone : 47113885, E-Mail : **wklypratibeshi@gmail.com,** Web: weekly.pratibeshi.org